উপহার পৃষ্ঠা।

আমার

সম্মিলন ক্ষেত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে

সরল চণ্ডী।

অন্তরের অশেষ শ্রদ্ধার

উপহার

দিলাম।

তাং ৪/১২/ বঙ্গাব্দ ১৩১৮

শ্রী

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাস্তু পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।

পঠেদ্বা শৃনুয়াদ্বাপি সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥

আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থাবলী সংখ্যা—১

সচিত্র

সরল চণ্ডী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম. এ.

ও

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত।

—*—

কলিকাতা

৩ নং কাশী মিত্রের ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রচার-সমিতি হইতে

শ্রীত্রিপুরানন্দ সেন বি. এ. কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৬

মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।
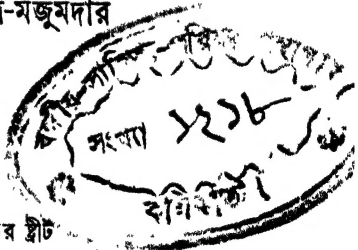
কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩ নং কাশী মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ হালদার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

—o—

"ঘোষ এবং নিয়োগী কোম্পানী" কর্ত্তৃক

চিত্রাঙ্কিত।

—o—
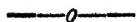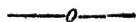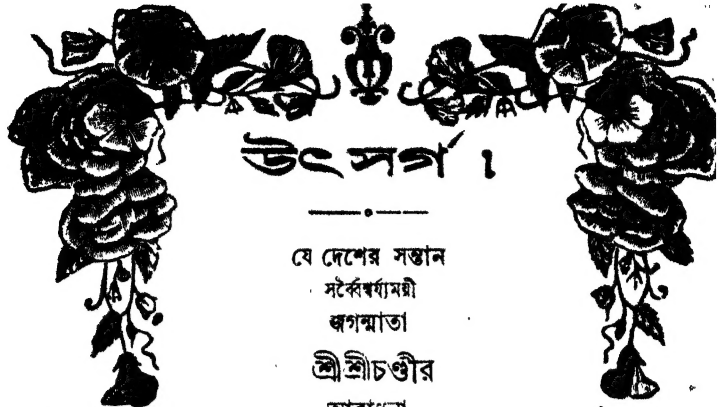
ভ্রম সংশোধন।

৬০ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তিতে 'পাপ-মূলে' স্থলে 'পাদমূলে' হইবে।

উৎসর্গ।

যে দেশের সন্তান
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী
জগন্মাতা
শ্রীশ্রীচণ্ডীর
আরাধনা
করিয়াছিলেন,
প্রতি বৎসর যে দেশের ঘরে ঘরে
এবং
প্রাতঃসন্ধ্যায় যে দেশের কোটি প্রাণে
মা'র
আবাহন
হয়,
সেই
পবিত্র দেশের সন্তানগণের
করকমলে
সরল চণ্ডী
উৎসর্গীকৃত
হইল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন—
ও
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন—

“—মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥

ধর্ম্ম্যাণি দেবি ! সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি ! তেন ॥

দুর্গে ! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি ! কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ —”

সূচীপত্র।

ছবির সূচী।

---o---

—ধক্ ধক্ বজ্রের আগুন লইয়া হুঙ্কার ছুটিল,
নিমিষে ধূম্রলোচন ভস্ম হইয়া গেল।—

[উত্তম চরিত, ধূম্রলোচন বধ; পৃষ্ঠা—৭১]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

দেবীসূক্ত

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্ ॥

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্য-
হমীন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥

অহং সোমমাহনং সংবিভ-
র্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্ ।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥

ময়া সোহন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত ! শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধ-
ন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বো-
তামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ
তাবতী মহিনা সম্বভূব ॥ ৮ ॥

সরল চণ্ডী।

উপক্রমণিকা।

রাজা স্থরথ,

সমাধি বৈশ্য

মেধস মুনি।

১০ হইতে ২১ পৃষ্ঠা।

মেধস মুনি, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য।

উপক্রমণিকা—(৪)

Printed by K. V. Seyne & Bros.
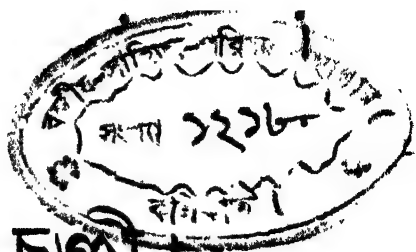
সরল চণ্ডী

উপক্রমণিকা।

(১)

সে অনেক দিনের কথা, সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সুরথ রাজার এত বল, এত প্রতাপ ছিল যে, পৃথিবীর রাজারা তাঁহাকে মহারাজা বলিয়া মানিতেন।

পৃথিবীতে তখন অনেক ম্লেচ্ছ রাজা ছিল, তা'রা শূকর খাইত। এই সব ম্লেচ্ছ রাজারা মিলিয়া সুরথের সঙ্গে যুদ্ধ করিল।

অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। ছোটর হাতে, বড় যে, সে-ও অনেক সময় হারিয়া থাকে। সুরথ অতবড় মহারাজা হইয়াও যুদ্ধে হারিলেন।

যুদ্ধে হারায় পৃথিবীর সকল রাজাদের উপর সুরথের মহারাজার পদ আর রহিল না। নিজের রাজ্যে ফিরিয়া সুরথ সামান্য রাজার মত রহিলেন।

কিন্তু ম্লেচ্ছ রাজারা এখানে আসিয়াও তাঁহাকে বড় নাকাল করিল। লোকে বলে, বিপদ একা আসে না; রাজা দুর্ব্বল হইলে রাজার পাত্র মিত্র যা'রা, তা'রাও

রাজার শত্রু হয়। সুরথের পক্ষেও তাহাই হইল; সুরথের পাত্র মিত্র যা'রা ছিল, তা'রা এখন যো পাইল। রাজার হাতীশালে যত হাতী ছিল, ঘোড়াশালে যত ঘোড়া ছিল, রাজভাণ্ডারে যত ধনরত্ন ছিল, সব তা'রা কাড়িয়া নিল। গড়ে গড়ে যত সৈন্য সামন্ত ছিল, তাহাদিগকেও সব হাত করিল। রাজা যেন কেউ ন'ন্— এমনি ভাবে নিজের রাজপুরীতে রহিলেন।

বড়দুঃখে রাজার দিন যাইতে লাগিল।

একদিন আর সহিতে না পারিয়া রাজা কহিলেন, যে, যদি কেউ একটা ঘোড়া দিত, তবে বনে শীকার করিতে যাইতাম।

কাছে একটি লোক ছিল, তা'র বড় দুঃখ হইল; সে রাজাকে একটা ঘোড়া আনিয়া দিল। ঘোড়ায় চড়িয়া রাজা বনে গেলেন আর রাজা ফিরিয়া আসিলেন না।

(২)

রাজা সুরথ, সেই যে বনে গিয়াছেন, বনেই তাঁ'র দিন যাইতেছে। বনে ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন রাজা দেখিলেন, একটি স্থান বড় সুন্দর। কত ফুলের গাছে, গাছ ভরিয়া

বন আলো করিয়া ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। যত সব ফলের গাছ পাকা ফলের ভরে নুইয়া পড়িয়াছে; টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া পাকা ফল মাটিতে পড়িতেছে। কত পাখী, ফুলের গাছে, ফুলের মাঝে,—যেন তা'রাও আর এক রকম সুন্দর ফুল!—বসিয়া, গান করিতেছে; কত পাখী উড়িয়া উড়িয়া পাকা ফল খাইতেছে।

রাজা দেখিলেন, বাকল পরা সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা, দলে দলে সেই বনে আসিয়াছে; কেহ ফুল তুলিয়া ডালা ভরিতেছে, কেহ মালা গাঁথিতেছে, কেহ ফল কুড়াইয়া লতার চুপড়ীতে ভরিতেছে, কেহ ফল খাইতেছে।

আর, ঐ পাহাড়ের গায়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া ঝরণার জল রূপার মত হইয়া ঝরিয়া যাইতেছে, ফটিকের মত টল্‌টলে জলে ভরা নদী ঢল ঢল করিয়া বহিতেছে। ছোট ছোট হ্রদের কালো জলে পদ্মফুল ফুটিয়া হাসিতেছে, গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া কালো ভোমরা এ পদ্মে ও পদ্মে মধু খাইতেছে। হাঁস, সারস, কত জলের পাখী জল ভরিয়া পদ্মের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাঁতার দিয়া খেলা করিতেছে।

ঝিকিমিকি রোদ; রোদের আলোয় ঝিকিমিকি জলের মধ্যে মাছগুলি সোণা রূপার মতন ঝলক দিয়া

ভাসিতেছে, ডুবিতেছে! পাড়ে কত বক বসিয়া আছে, কত মাছ লাফাইয়া বকের কাছে পড়িতেছে, আবার জলে পড়িতেছে। বক তা'দিগে খায় না, তা'রাও ভয় পায় না। হ্রদের পাড়ে, নদীর ধারে, গাছের ছায়ায়, সিংহে হরিণে, বাঘে গরুতে, শিয়ালে ছাগলে, সাপে ময়ূরে মিলিয়া খেলা করিতেছে। কেউ কাহাকেও মারে না, কেউ কাঁহাকেও খায় না; কেউ কাহারও ভয়ে পলায় না।

রাজা চিনিলেন এটি কোন মুনির তপোবন। ছেলে-মেয়েরা মুনিবালক ও মুনিকন্যা।

তা'দের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা জানিলেন, এটি মেধস মুনির তপোবন। রাজা সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইলেন।

মুনিবালক মুনিকন্যারা পথ দেখাইয়া রাজাকে মুনির আশ্রমে লইয়া গেল। শাল, তমাল, হরিতকী, নিমফল প্রভৃতি গাছের ছায়ায় ঢাকা পাতার কুটীরে মুনি, শিষ্যদিগকে লইয়া বসিয়া আছেন। পাশে যজ্ঞের আগুন হইতে আহুতির গন্ধ ভরা ধোঁয়া হেলিয়া দুলিয়া আকাশে উঠিতেছে। মুনি কুশাসনে বসিয়া একমনে পুঁথি দেখিতেছেন। শিষ্যেরা কেহ বেদ পড়িতেছে, কেহ গান গাইতেছে।

রাজা মুনিকে প্রণাম করিলেন। মুনি উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শিষ্যেরা রাজাকে বসিতে কুশাসন দিল।

রাজা বসিলেন। মুনির সঙ্গে রাজার অনেক আলাপ হইল। রাজার দুঃখের কথা শুনিয়া মুনি বড় কষ্ট পাইলেন।

রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া মুনি কহিলেন,—"মহারাজ, তপোবন বড় শান্তিস্থান। এখানে লোকে সব দুঃখ, সব জ্বালা ভুলিয়া যায়। আপনি যতদিন ইচ্ছা, আমার আশ্রমে থাকুন। এখানে আপনার দুঃখের কিছু শান্তি হইতে পারে।

নিরাশ্রয় রাজা মুনির আশ্রয় পাইয়া তপোবনে রহিলেন।

কিন্তু তপোবনে এমন শান্তির মধ্যেও রাজার মনের শান্তি হইল না। রাজ্যের মায়া, লোকজনের মায়া, হাতী-ঘোড়া ধনরত্নের মায়া তিনি ভুলিতে পারিলেন না। মনের দুঃখে একা বনের মধ্যে ঘুরিতেন, আর ভাবিতেন,—"পিতা-পিতামহের কাল হইতে এই রাজ্যে আমরা রাজত্ব করিয়া আসিতেছি; আমি নাই, না-জানি আমার রাজ্যের কি দশা হইয়াছে। আমার দুষ্ট অমাত্যরা কি ধর্ম্মের দিকে

চাহিয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছে ? প্রজারা না-জানি কত কষ্ট পাইতেছে। আমার লোকজন সব নূতন প্রভুর অধীনে সুখে কি দুঃখে আছে, কে জানে ? আহা, আমার এমন হাতী, নূতন যে রাজা হইয়াছে, সে কি তা'দিগে আমার মত যত্ন করে, না, ভাল খাইতে দেয় ? আমার রাজভাণ্ডার-ভরা কতকালের সঞ্চিত কত ধনরত্ন,— কেমন অপব্যয়ে না-জানি সকলে তা' উড়াইতেছে !"

এইরূপ কত কি ভাবিয়া রাজা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

(৩)

সেই মুনির তপোবনে আর একটি লোক ঠিক রাজারই মত দুঃখিত মনে ঘুরিয়া বেড়াইত। রাজার সঙ্গে দেখা হইলে, একদিন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, তুমি কে ? এখানে কেন আসিয়াছ ? এমন দুঃখিত ভাবে কেন ঘুরিয়া বেড়াও ?"

সেই লোকটি উত্তর করিল,—"আমার নাম সমাধি, আমি জাতিতে বৈশ্য। বড় ঘরে আমার জন্ম হইয়াছিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনেক ধনরত্নও আমার হইয়াছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী ও পুত্রেরা আমার ধনরত্ন সব কাড়িয়া নিয়া

আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আত্মীয়স্বজন যা'রা ছিল, তা'রাও কেউ আমায় ঠাঁই দিল না। মনের দুঃখে তাই বনে আসিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়াও আমার সোয়াস্তি নাই। ধনের লোভে যে স্ত্রীপুত্র আমায় বনবাসী করিল, বনেও তা'দের জন্যই পুড়িয়া মরিতেছি। তা'রা কি ভাবে আছে, কি করিতেছে, কিছুই জানি না। তা'রা সুখে কি দুঃখে আছে, সৎ পথে কি অসৎ পথে চলিতেছে এই সব চিন্তায় রাতদিন দারুণ অশান্তি পাইতেছি।"

রাজা কহিলেন,—"সেকি ভাই, ধনের লোভে যে স্ত্রীপুত্র একটু তোমার মুখের দিকে চাইল না, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তোমায় ঘরের বাহির করিয়া দিল, আবার তা'দের উপর তোমার এত মমতা, এত স্নেহ? তা'দের ভাল-মন্দের ভাবনায় তুমি এত অস্থির?"

বৈশ্য কহিল,—"কি করিব? সব বুঝি। কিন্তু বুঝিয়াও অবুঝ হইয়াছি। তা'দের উপর স্নেহ মমতার টান কিছুতেই কাটাইতে পারিব না। তা'দের এমন নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিয়াও, আমি তা'দের উপর নিষ্ঠুর হইতে পারিব না।"

রাজা ভাবিলেন,—"তা'ই তো। আমারো তো ঠিক ইহারই মত অবস্থা। এতদিন রাজা ছিলাম, আপনার ছেলের

মত প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি। পাত্রমিত্র লোকজন সকলকে ভাই-বন্ধুর মত দেখিয়াছি। কিন্তু বিপদে দুর্ব্বল দেখিয়া তা'রা আমার রাজ্যধন সব কাড়িয়া নিল, একটি লোকও আমার হইয়া দাঁড়াইল না। মনের দুঃখে বনে আসিয়া আমি আবার তাহাদেরই জন্য ভাবিয়া মরিতেছি। এই বৈশ্যের দোষ দিই কেন? আমিও তো উহাঁরই মত অপাত্রে এই দারুণ মমতার টান এড়াইতে পারিতেছি না। ভাল, কেন এমন হয়? যা'রা আমার নয়, কেন তা'দিগে আমার আমার বলিয়া আমরা এত দুঃখ পাই?"

রাজা বৈশ্যকে নিজের কথা সব খুলিয়া বলিয়া, কহিলেন,—"চল আমরা মুনির কাছে যাই। তিনি জ্ঞানী; বুঝিয়া শুনিয়াও লোকের মনে কেন এমন অন্যায় মায়া-মমতা হয়, বুঝিয়া শুনিয়াও কেন লোকে এ টান ছিঁড়িতে না পারিয়া এত দুঃখ পায়, সব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখি, তিনি কি বলেন; দেখি, তাঁ'র উপদেশে, তাঁ'র কাছে জ্ঞান পাইয়া আমাদের এ মোহ দূর হয় কি না?"

তখন দু'জনে, আশ্রমে, মেধস মুনির কাছে গেলেন।

(৪)

মুনি তাঁহাদের সব কথা, আগে, শুনিলেন। শুনিয়া—মুনি একটু হাসিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, মহামায়ার শক্তিতে মোহের বশে সকল মানুষেরই এই দশা হয়। আপনার জন বলিয়া স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবের উপর যে মায়া-মমতা, তা' মোহ বটে, কিন্তু এই মোহই সংসারে সৃষ্টির মূল। এই মোহের বশে আপন আপন বলিয়া যদি পিতামাতা সন্তানকে, সন্তান পিতামাতাকে, ভাইবোন ভাইবোনকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, বন্ধু বন্ধুকে, স্বজন স্বজনকে, আপন বলিয়া এমনি জড়াইয়া না ধরিত, তবে সংসার বল, সমাজ বল, সৃষ্টি বল, কিছু থাকিত না। যে দেবী জীবের মনে এই মোহ আনিয়া তা'র বিবেক বুদ্ধি ঢাকিয়া তা'কে মায়ায় মুগ্ধ সংসারী করিয়াছেন, এই জগৎসংসারকে জগৎসংসার-রূপে সাজাইয়া রাখিতেছেন, তিনিই মহামায়া। আবার এই মহামায়াই যখন যে জীবকে মোহ হইতে মুক্ত করেন, তখন তা'র মমতার বন্ধন, সংসার বন্ধন কাটিয়া মুক্তি হয়, জগৎসংসার হইতে সে অনন্ত আত্মায় মিলিয়া যায়।"

মুনির কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন,—"মহর্ষি, আপনি যে এই মহামায়া দেবীর কথা বলিলেন, ইনি কে, কখন কোথায় কি ভাবে জন্মিয়াছেন, সব কথা আমাদিগকে খুলিয়া বলুন। শুনিবার জন্য আমাদের বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

মুনি কহিলেন,—"মহারাজ, এই মহামায়া দেবীর জন্ম কি অন্ত বলিয়া সত্য-সত্য কিছু নাই। ইনি ভগবানেরই শক্তি; চিরদিন ভগবানের মধ্যেই ইনি আছেন ও থাকিবেন। ভগবান্ স্বয়ং যেমন আদি ও অন্ত হীন, ইনিও তেমনি। কখনও ইনি জাগিয়া জীবন্ত সৃষ্টিরূপে ভগবান্ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন, কখনও আবার ভগবানের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া সৃষ্টি লোপ করিতেছেন।

মহারাজ, আপনারা সৃষ্টি স্থিতিও প্রলয়ের কথা শুনিয়াছেন। ভগবান্ হইতে বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে যে ইনি প্রকাশিত হন, তাহাই সৃষ্টি। আপন শক্তি আশ্রয় করিয়া ইনি যতদিন এইরূপ প্রকাশিত থাকেন, ততদিনই স্থিতি। আবার এই জগৎমূর্ত্তি সংহার করিয়া যখন ইনি ভগবানের মধ্যে অন্তর্হিত হন, তখনই প্রলয়। এই অন্তর্হিত অবস্থায় যোগ-নিদ্রা রূপে ইনি ভগবানের মধ্যে থাকেন। ভগবান্ যখন এই যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত, তখনই প্রলয়ের অবস্থা।

মোটের উপর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তারূপে স্বয়ং ভগবানই মহামায়া, এমন কথাও বলা যাইতে পারে।

যাহাই হউক, দেবগণের ও জগতের মঙ্গলের জন্য কখনো কখনো ইনি বিশেষ বিশেষ রূপে আবির্ভূত হইয়া বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন।

আচ্ছা, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শুনুন।”

এই বলিয়া মেধস মুনি, রাজা ও বৈশ্যকে, মহামায়া যে যোগনিদ্রারূপে মধু-কৈটভ বধ করিয়াছিলেন, এবং চণ্ডিকারূপে মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতে লাগিলেন।

সরল চণ্ডী।

প্রথম চরিত।

মধুকৈটভ বধ।

২৩ হইতে ৩১ পৃষ্ঠা।

—দুই মহাসুর ভয়ানক আস্ফালন আর
গর্জ্জন করিতে লাগিল।—

[প্রথম চরিত; পৃষ্ঠা—২৪]

সরল চণ্ডী।

প্রথম চরিত।

মধু-কৈটভ বধ।

মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি নাশ হইয়াছে। জগৎ-ময় কেবল এক অকূল অনন্ত মহাসমুদ্র থই—থই করিতেছে। আর কোথাও কিছু নাই।

আকাশ নাই, নক্ষত্র নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই,—পৃথিবী নাই। সবদিকে কেবল জল—জল—জল।

সেই জলে, অনন্ত নাগ, তা'র অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া ভাসমান; অনন্ত ভগবান্ বিষ্ণু সেই অনন্ত নাগের উপর ঘুমাইয়া আছেন।

তাঁ’র এঘুম আর কিছুই নয়, মহামায়ার প্রভাব,—মায়া। স্থষ্টির সময়, যে মহাশক্তিরূপিণী দেবী ভগবান্ হইতে উঠিয়া স্থষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, প্রলয়ে আবার তিনিই ভগবানের মধ্যে আসিয়া যোগনিদ্রারূপে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় নিদ্রিত। তাঁ’র নাভি হইতে এক মহাপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেই পদ্মের উপর, ব্রহ্মা নিমিলিত নয়নে ধ্যানে বসিয়া আছেন।

সহসা বিষ্ণুর কাণের মল হইতে দুই অতি প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড মহাস্থর জন্মিল। ইহাদের একের নাম মধু, অপরের নাম কৈটভ।

জন্মগ্রহণ করিয়াই, জগৎ-ময় সেই মহাসমুদ্র উলট-পালট করিয়া সেই দুই মহাস্থর ভয়ানক আস্ফালন আর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের এক এক হুঙ্কারে ও নিশ্বাসে সেই মহাসমুদ্রে মহাপর্ব্বতের মত এক একটা ঢেউ উঠিতে লাগিল। বিষ্ণুকে, বিষ্ণুর নাভি-পদ্মের উপর ব্রহ্মাকে, লইয়া, বিশাল অনন্ত নাগ সেই ঢেউএর সঙ্গে উঠিতে পড়িতে লাগিল।

ব্রহ্মার ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, দুই ভীষণ অসুর তাঁহাকে খাইতে আসিতেছে!

স্বয়ং বিষ্ণু হইতে অসুর দুইটা জন্মিয়াছে, বিষ্ণু ভিন্ন কে আর তাহাদের বিনাশ করিবে? কিন্তু বিষ্ণু এখনও যোগ-নিদ্রায় বিভোর। এমন করিয়া যে অসুর দুইটার দাপে মহাসমুদ্র• উলট পালট হইতেছে, তাহাতেও তাঁ'র ঘুম ভাঙ্গিল না। ব্রহ্মা বুঝিলেন, যোগনিদ্রা দেবী নিজে যদি বিষ্ণুকে ছাড়িয়া না উঠেন, উঠিয়া যদি অসুর দুইটাকে তিনি মোহে অভিভূত না করেন, তবে আর রক্ষার উপায় নাই।

ব্রহ্মা যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন।—

"—মা!

যজ্ঞাহুতি-মন্ত্রমূলে—
স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার
তোমারি স্বরূপ, দেবী!
তুমিই শকতি তা'র।

স্বরভেদে যে মাধুরী—
পুণ্য বেদগানময়,

মধুময়ী, মাগো! সে যে
তোমারি মাধুরী বয়!

সুধার আধার তুমি—
প্রণবে প্রাণরূপিণী,
ব্রহ্মস্বরূপিণী মাগো,
বিশ্বে চির বিরাজিনী!

সত্ত্ব রজ তমো ময়ী—
সগুণা মা জ্ঞানস্থিতা,
তুমি পুন নিরাকারা
নির্গুণা ধারণাতীতা।

বেদে মা গায়ত্রী তুমি—
জগতে জননী পরা,
সৃজিনী পালিনী বিশ্ব,
অন্তে কালী সর্ব্বহরা।

স্বজনে মা সৃষ্টি তুমি—
পালনে তুমিই স্থিতি।
সংহারে সংহৃতি রূপে—
বিধায়িণী বিশ্বনীতি।

মহাবিদ্যা মহামায়া—
সর্ব্বজ্ঞা বেদরূপিণী,
স্বরাস্বরে শক্তি একা—
ত্রিভুবন বিমোহিনী।

প্রকৃতি-কারণরূপা—
ত্রিগুণে সমতা তুমি,
সমতায় বিষমতা—
তুমি বিশ্ব বিকাশিনী।

কালরাত্রি মহারাত্রি
মোহরাত্রি তমোঘনা—
তুমি পুন বুদ্ধি ভাতি—
দিব্য জ্ঞান বিকাশনা।

সর্ব্বময়ী তুমি বিশ্বে—
তুমি পুষ্টি তুষ্টি কান্তি,
হৃদয়ে হ্রী লজ্জা তুমি
তুমি শান্তি তুমি ক্ষান্তি।

ভূশুণ্ডী পরিঘ খড়্গ—
শঙ্খ চক্র গদা শূলে
ধনুঃশর মুণ্ডে মূর্ত্তি—
বিভীষণা অরিকুলে।

সৌম্যা সৌম্যতরা তুমি—
সুন্দরে অতি সুন্দরী,
পরাপর দেব'পরে—
পরমা পরমেশ্বরী!

অখিলাত্মা রূপিণী গো!
বিশ্বময়ী তুমি ও মা!—
স্তুতির অতীতা তুমি—
কি স্তুতি করিব তোমা?

জাগ গো মা যোগমায়া—
জাগাও জগদীশ্বরে,
মোহ মধু-কৈটভেরে—
ত্বরিতে বিনাশ তরে।"

ধীরে স্তব থামিল।

ব্রহ্মার এই স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগনিদ্রা দেবী ধীরে ধীরে বিষ্ণুর শরীর হইতে বাহিরে আসিলেন।

ব্রহ্মা দেখিলেন, সুন্দর—অতি সুন্দর, উজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সম্মুখে, সকল দিক আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেই মূর্ত্তি হইতে ছায়ার ন্যায় মায়ারাশি বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মধু-কৈটভকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

ধীরে ধীরে সেই মায়ারাশি মধু-কৈটভকে ছাইয়া তাহাদের শরীরের মধ্যে চলিয়া গেল। মায়ার প্রভাবে মত্ত মধু ও কৈটভ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, আরও আস্ফালন করিয়া ব্রহ্মার দিকে ধাইয়া আসিল।

বিষ্ণু জাগিয়াছেন। জাগিয়া, তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে, মধু-কৈটভের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুর সহিত মধু কৈটভের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুগের পর যুগ, পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া বিষ্ণু মধু-কৈটভে এই মহাযুদ্ধ চলিল।

মহামায়ার প্রভাবে, মোহে ও গর্ব্বে মধু-কৈটভ আত্মহারা হইয়াছিল। তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। বিষ্ণু হইতেও তাঁ'রা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিল! হাসিয়া মধু-কৈটভ বিষ্ণুকে কহিল,—"হইয়াছে, হইয়াছে! বুঝিলাম তুমি বীর! তোমার যুদ্ধে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি,—তুমি আমাদের কাছে বর গ্রহণ করে।—কি বর চাও, বল, দিতেছি।"

বিষ্ণু কহিলেন,—"বর? তবে এই বর চাই, তোমরা আমার বধ্য হও।"

অসুরেরা স্তম্ভিত, অপ্রতিভ হইল। কিন্তু একবার কথা দিয়াছে, অসুর হইলেও, প্রতিজ্ঞা তাহারা ভাঙ্গে না। আপনাদের কথায় প্রতারিত হইয়া, তাহারা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কেবল জল——জল! জল ছাড়া কিছুই নাই। তখন দুষ্টবুদ্ধি দুই অসুর কহিল,—"ভাল, তাহাই হউক; আমরা তোমার বধ্য হইলাম। তোমার হাতেই আমরা মরিব। কিন্তু জলে আমরা মরিতে স্বীকৃত নই। জল ছাড়া কোন স্থান যদি পাও, তবে সেইখানে আমাদিগকে মার।"

অসুরেরা ভাবিল, জল ছাড়া কোন স্থানও পাইবে না, আমাদিগকে মারিতেও পারিবে না!

—আপন উরুর উপর দুই অসুরেরই
মস্তক টানিয়া লইয়া, সুদর্শন চক্রে
কাটিয়া ফেলিলেন।—

[প্রথম চিঃ ৫ ; পৃষ্ঠা—১২]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

বিষ্ণু কহিলেন,—" বেশ্। "

এই বলিয়া, বিষ্ণু, জলের উপরে, আপন ঊরুর উপর দুই অসুরের মস্তক টানিয়া লইয়া সুদর্শন চক্রে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলেন।

সেখানে তো জল নাই! আপন গর্ব্বে, দম্ভে, মোহ-ভ্রান্তিতে মধু-কৈটভ নিহত হইল।

তখন মহাপ্লাবনের অনন্ত জলরাশিও স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিল।

এইরূপে, মধু-কৈটভ বধের জন্য ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণুর শরীর হইতে একবার যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার আবির্ভাব হয়।
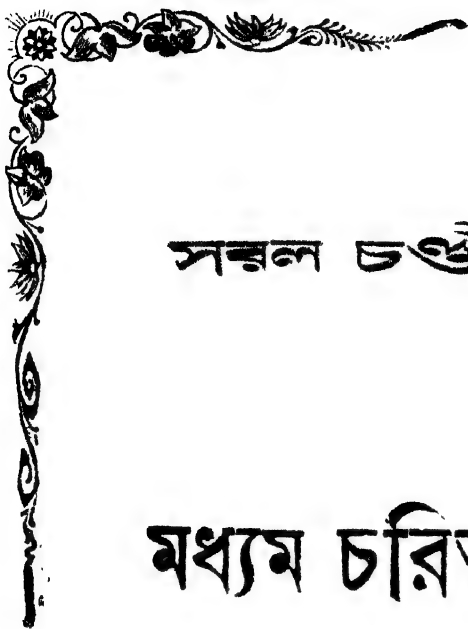
সরল চণ্ডী।

মধ্যম চরিত।

দেবগণের তেজ হইতে
'জয়া' রূপিণী চণ্ডিকার আবির্ভাব।

[মধ্যম চরিত, প্রথম স্তর—পৃষ্ঠা—৩৩]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

মধ্যম চরিত।
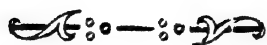
প্রথম স্তর।

দেবগণের তেজ হইতে 'জয়া' রূপিণী চণ্ডিকার আবির্ভাব।

যখন মহিষাসুর অসুরদের অধিপতি, সেই সময়, দেবতাদের আর অসুরদের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল।

যুদ্ধে দেবতারা হারিলেন।

স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া মহিষাসুর স্বর্গ অধিকার করিল। স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মাকে লইয়া নারায়ণ ও মহাদেবের নিকটে গেলেন।

যুদ্ধের কথা, পরাজয়ের কথা, স্বর্গ হারাইবার কথা, বিষ্ণু ও মহাদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া সব কথা বলিয়া দেবতারা কহিলেন,—"ভগবান্ বিষ্ণু! দেবাদিদেব মহাদেব! আমাদের সকল বিপদ, সকল দুঃখের কথা বলিলাম। নিরুপায় হইয়া আমরা আপনাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া আপনারা আমাদের নিস্তারের উপায় করুন।"

দেবতাদের নিকটে, স্বর্গের এই প্রকার অবস্থার কথা শুনিয়া মহাদেবের ও বিষ্ণুর ভীষণ ক্রোধ উপস্থিত হইল। ক্রোধে তাঁহারা ভ্রূকুটি করিলেন। মুখ দিয়া জ্বলন্ত তেজ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহাদের ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মারও ক্রোধ হইল; তাঁ'র মুখ দিয়াও তেজ বাহির হইল। ইঁহাদের এমন ক্রোধলক্ষণ দেখিয়া যত দেবতা, সকলেরই, অসুরদের উদ্দেশে ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ পাইতে লাগিল; সকলের মুখ দিয়াই আগুনের মত তেজোরাশি বাহির হইতে লাগিল।

সকলের শরীর হইতে এইরূপে যত তেজ বাহির হইল, সমস্ত একত্র হইয়া বিশাল এক জ্বলন্ত পর্ব্বতের মত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই জ্বলন্ত তেজোরাশি এক উজ্জ্বল বিরাট দেবী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মহাদেবের তেজে

দেবীর—মুখ, যমের তেজে—চুল, বিষ্ণুর তেজে—বাহু, চন্দ্রের তেজে—স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে—কটি, বরুণের তেজে—উরু, পৃথিবীর তেজে—নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে—পা, সূর্য্যের তেজে—আঙ্গুল, কুবেরের তেজে—নাক, বায়ুর তেজে—কাণ, প্রজাপতিদের তেজে—দাঁত, অগ্নির তেজে তিনটি নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; উষা ও সন্ধ্যার তেজে সুন্দর বাঁকা দুইটি ভুরু হইল। অন্যান্য যত দেবতা ছিলেন, সকলের তেজে দেবীর সর্ব্বমঙ্গলা রূপ হইল। সূর্য্য তখন দেবীর লোমকূপে আপনার কিরণ-রাশি ঢালিয়া দিলেন, উজ্জ্বল আলোর উপর আরো উজ্জ্বল আলো ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল।

এইরূপে সকল দেবতার তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া আপন প্রভায় ত্রিভুবন আলো করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা চণ্ডিকা দেবী দেবতাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দেবতাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

দেবী হইলেন। কিন্তু দেবীর হাতে অস্ত্র নাই।

দেবতারা তখন নিজ নিজ অস্ত্র হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দেবীর হাতে দিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার ত্রিশূল হইতে ত্রিশূল বাহির করিয়া দিলেন, বিষ্ণু চক্র হইতে

চক্র বাহির করিয়া দিলেন, এইরূপে বরুণ—শঙ্খ ও পাশ, অগ্নি—শক্তি, পবন—ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র—বজ্র আর ঐরাবতের ঘণ্টা, ব্রহ্মা—অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, যম—দণ্ড, বিশ্বকর্ম্মা—কুঠার এবং মহাকাল—খড়্গ ও ঢাল দিলেন।

দেবীর অস্ত্র হইল, এখন বসন ভূষণ চাই। ক্ষীরোদ-সমুদ্রের দেবতা তখন দেবীকে অক্ষয় বসন, সুন্দর হার, বালা, বাজু, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল, নূপুর, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং সমস্ত আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় দিলেন। জল-সমুদ্রের দেবতা—শুকায় না গন্ধ যায় না এমন দুই ছড়া পদ্মের মালা দেবীর মাথায় বুকে পরাইয়া দিলেন। অনন্ত নাগ নানা রত্নে সাজান এক ছড়া নাগহারে দেবীকে ভূষিত করিয়া দিলেন।

দেবীর অস্ত্র হইল, বসন ভূষণ হইল, এখন বাহন চাই। মহাগিরি হিমালয় একটা অতি প্রচণ্ড সিংহ আনিয়া দেবীকে চড়িতে দিলেন। যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া যদি দেবীর তৃষ্ণা পায়, তাই কুবের—পূর্ণ মধুপাত্র দেবীর হাতে দিলেন। আর আর যত দেবতা ছিলেন, সকলে নিজেদের শক্তি মত অস্ত্র ও অলঙ্কার, সমুদয় আনিয়া দেবীকে অর্পণ করিলেন।

অস্ত্রে অলঙ্কারে ও কিরণে দেবীর সমস্ত শরীর জ্বল্‌-জ্বল্‌ জ্বলিতে লাগিল, দিগ্‌দিগন্ত ঝলমল করিয়া উঠিল। সহস্র অস্ত্রে শোভিত সহস্র হাত মেলিয়া দেবী সিংহে আরোহণ করিলেন। সিংহে আরোহণ করিয়াই দেবী অট্ট-হাসি হাসিলেন, ভীমনাদে হুঙ্কার ছাড়িলেন; ঘন ঘন বিকট ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশ ছাইয়া, দিগ্‌দিগন্ত অতিক্রম করিয়া সমস্ত বিশ্ব ভরিয়া উঠিল। অনন্ত জগৎ স্তব্ধ হইল, সপ্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, পৃথিবী টলমল নড়িল, জগতের সমস্ত গিরি-পর্ব্বত থর-থর কাঁপিতে লাগিল।

দেবগণ মহানন্দে মহাশব্দে "জয় সিংহবাহিনী জয়!" ধ্বনি করিয়া দেবীকে 'জয়া' নাম দিলেন।

—তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।—

[ব্যাস চরিত, দ্বিতীয় স্তর ; পৃষ্ঠা—৬০]

মধ্যম চরিত।

—•৩।৪৫।৫•—

দ্বিতীয় স্তর।

মহিষাসুরের সৈন্য ও সেনাপতিগণের যুদ্ধ ও বিনাশ।

সেই ভীষণ শব্দ অসুরদের কাণে গেল। সে শব্দে তাহারা চমকিয়া উঠিল, তাহাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! "এ কি—এ!—" বলিয়া মহিষাসুর রাগিয়া কহিল,—"আঃ! এসব এ কি উৎপাত!"• মহিষাসুর বুঝিল,— দেবতারা কোন নূতন শক্তি পাইয়া যুদ্ধে সাজিয়াছেন।

তখন সে সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণকে লইয়া ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

দূর হইতে, অতি উজ্জ্বল—অতি ভীষণ দেবী মুর্ত্তি মহিষাসুরের নয়নপথে পড়িল। সেই মূর্ত্তি মহিষাসুরের নয়নে আগুনের ঝলকের মত বোধ হইল। দেখিয়া, অসুর স্তম্ভিত হইল।

সে দেখিল,—কোটি সূর্য্যের উজ্জ্বল তেজে ত্রিভুবন দীপ্ত করিয়া দেবী দাঁড়াইয়া আছেন, পায়ের ভরে পৃথিবী নত হইয়া পড়িয়াছে, মাথার মুকুট ঊর্দ্ধ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সহস্র হাতে দিঙ্মণ্ডল ঢাকিয়াছে, হুঙ্কারে, ধনুকের টঙ্কারে, স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

অসুর ক্ষণকাল মূঢ় হইয়া রহিল; কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। তৎক্ষণাৎ মহিষাসুর, বিলম্ব না করিয়া তা'র সেনাপতি-দিগকে সমস্ত সৈন্য লইয়া দেবীকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিল। চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনূ, অসিলোমা, বাস্কল, ও বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি সেনাপতিরা লক্ষ লক্ষ হাতী ঘোড়া রথ ও সৈন্য লইয়া দেবীকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

সহসা হাজার মেঘের শব্দে অসুরদের যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সেই বাজনার তালে তালে নাচিয়া মহোল্লাসে গর্জ্জিয়া অসুর সৈন্যেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে— ধূলিপটলে, বাণে,— তোমর, ভিন্দিপাল, মুষল, গদা, খড়্গ, শেল, শক্তি, প্রভৃতি অগণন অস্ত্রে আকাশ ছাইয়া গেল,—অসুররা বৃষ্টির ধারার মত দেবীর উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

দেবী হাসিলেন। হাসিয়া দেবী হেলায়-খেলায়—আপন অস্ত্রে সেই লক্ষ কোটি অসুরের সকল অস্ত্র কাটিয়া, ভাঙ্গিয়া, চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দেবীর নিশ্বাসে হাজার হাজার প্রমথ সৈন্য বাহির হইতে লাগিল। তাহারা ঢাক, শাঁখ ও কোটি কোটি মৃদঙ্গ বাজাইয়া মহানৃত্যে যুদ্ধ-মহোৎসবে মাতিল; তাহাদের অস্ত্রে নিমিষে নিমিষে অসংখ্য অসুর মরিতে লাগিল।

সেই সময়, দেবীর বাহন পশুরাজ সিংহ, কেশর কাঁপাইয়া, গর্জ্জিয়া, গর্জ্জিয়া,—মহারণ্যে দাবানল যেমন বনের পর বন গ্রাস করে, তেমনি,—অসুর-সৈন্যের মধ্যে বজ্রের মত পড়িতে লাগিল, প্রতি লম্ফে অসংখ্য সৈন্য ধ্বংস করিয়া জ্বলন্ত অগ্নির মত ঘুরিতে লাগিল।

দেবী নিজে কখনো বিশ্বত্রাস হুঙ্কার ছাড়িয়া, কখনো অট্টহাস্য করিয়া, কখনো, শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্যে অসুরসৈন্য স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর দেবী, সেই কোটি কোটি অসুরের কাহাকেও পাশে বাঁধিয়া আছ্‌ড়াইয়া মারিলেন, কাহাকেও

খড়্গে কাটিলেন, কাহাকেও শূলে বিঁধিলেন, কাহাকেও কুঠারে দ্বিখণ্ড করিলেন। কোটি কোটি অসুর দেবীর মহা চক্রে ছিন্ন হইয়া গেল; মহা গদায়, মহা মুষলের আঘাতে কোটি কোটি অসুর চূর্ণ হইয়া গেল; বাণে, ভিন্দিপালে এবং দেবীর অন্যান্য মহা-অস্ত্র সকলে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া অযুত-অযুত অসুর রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া পড়িল।

সে যুদ্ধের তুলনা নাই। একদিকে মহাশক্তি দেবী একা, আর একদিকে কোটি কোটি ভয়ঙ্কর উন্মত্ত অসুর-সৈন্য। কিন্তু মুহূর্ত্তে সেই অসুরের মহাবাহিনী পরাজিত ও হত হইল। দেবীর নিশ্বাস সমস্ত রণক্ষেত্রে অগ্নিময় হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন, যত— যত দূর দৃষ্টি যায়,— সেই রণক্ষেত্রে স্তূপে—স্তূপে—পর্ব্বতাকার হাতী, ঘোড়া, অসুরসৈন্যের শব, রাশি রাশি অস্ত্র, ভাঙ্গা রথ—সমুদায়ে যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া গেল, চলিবার পথ কোথাও রহিল না।

আর সেই রক্তের স্রোত! চারিদিকে ঢেউ তুলিয়া রক্তের মহা নদী বহিল। সে নদীতে কত কাটা হাত, কাটা পা, কাটা মাথা, ভাঙ্গা রথ, হাতী ঘোড়ার মুণ্ড, অসুরদিগের বিশাল বিশাল দেহ সকল ভাসিতে লাগিল।—দেখিয়া, সমস্ত দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল,—ত্রিলোক স্তম্ভিত হইল।

এইরূপে, দেখিতে দেখিতে মহিষাসুরের সকল সৈন্য ধ্বংস হইল, সকল সেনাপতি মরিল, একজন কেহও ফিরিল না !

মধ্যম চরিত।

—❀—

তৃতীয় স্তবক।

—❀—

মহিষাসুর বধ।

মহিষাসুর এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। সৈন্যেরা, সেনাপতিরা, সব মরিল; সে এখন একা।

কিন্তু একা হইলেও মহিষাসুর অসুরদের রাজা। মরিতে হইলেও সে অসুরের মত, রাজার মত যুঝিয়া তবে মরিবে।

ভয়ানক এক মহিষের রূপ ধরিয়া ঘোর গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া সে দেবীর প্রমথ সৈন্যের মধ্যে আসিয়া পড়িল;

ভীষণ ক্রোধে, প্রতিহিংসায়, প্রমত্ত অসুররাজ, শিঙে বিঁধিয়া, খুরের পীড়নে, লেজের তাড়নে, নিশ্বাসের বাতাসে উড়াইয়া দেবীর যত প্রমথ সৈন্য মারিতে লাগিল। এইরূপে প্রমথ সৈন্য প্রায় সব শেষ করিয়া, সে, সিংহ-বাহিনী দেবীর চারিদিকে গর্জ্জিয়া কুঁদিয়া ঘুরিতে লাগিল।

মহিষের খুরের আঘাতে পৃথিবী ছিন্ন ভিন্ন হইল; শিঙে ঠেকিয়া কত পর্ব্বত উপাড়িয়া পড়িল, নিশ্বাসের বাতাসে পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়া সব আকাশে উড়িতে লাগিল; লাফে লাফে আকাশে উঠিয়া সে শিঙ কাঁপাইল, তাহাতে মেঘ সব খণ্ড বিখণ্ড হইয়া চারিদিকে তূলার মত উড়িয়া গেল; লাঙ্গুলের তাড়নে সমুদ্রের জল অস্থির হইয়া উঠিয়া পৃথিবী ভাসাইল।

দেবী দেখিলেন, মহিষাসুরের প্রতাপে ত্রিভুবন উলট-পালট হয়। তিনি মহিষকে পাশে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহিষ সিংহের মূর্ত্তি ধারণ করিল!

দেবী খাঁড়ায় সিংহের গলা কাটিয়া ফেলিলেন।

সেই কাটা সিংহ হইতে খাঁড়া হাতে এক পুরুষ উঠিল!

বাণের পর বাণ ছুঁড়িয়া দেবী সেই পুরুষকে বিঁধিলেন; পুরুষ তখন ঐরাবতের মত বিশাল এক হাতী হইল! হাতী শুঁড়ে জড়াইয়া দেবীর সিংহকে টানিতে লাগিল।

খাঁড়ায় দেবী হাতীটাকেও কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু হাতী হইতে অসুর আবার মহিষের রূপ ধরিয়া, আবার আগের মত পৃথিবী উলট পালট করিয়া তুলিল।

তখন ক্রোধে দেবীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তিনি হুঙ্কার ছাড়িলেন, অট্টহাসি হাসিলেন। অসুরও ঘোর গর্জ্জনে দুই শিঙে পাহাড় পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া দেবীর উপর ফেলিতে লাগিল। বাণে দেবী সে সব পাহাড় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর মধুর পাত্র হাতে তুলিয়া লইয়া দেবী কহিলেন,—

"মূঢ়!

মধুপান করি যতক্ষণ,—
ততক্ষণ যত ইচ্ছা কর গরজন!
এখনি নাশিব তোরে!
এ রণ-অঙ্গন ভ'রে,
গরজিবে 'জয়' 'জয়' হৃষ্ট দেবগণ।

মধুপান করিয়া দেবী সিংহে উঠিলেন। মহিষের ঘাড়ে এক পা তুলিয়া, মহাভারে তাহাকে চাপিয়া, তা'র বুকে মহাশূল বিঁধাইয়া দিলেন। তখন মহিষের মুখ হইতে

নিজের অসুর মূর্ত্তিতে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া—সে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তৎক্ষণাৎ খড়্গের ঘায় তাহার মাথা কাটিয়া মাটিতে ফেলিলেন।

সমস্ত দিকে দিকে একটা মহাশব্দ উঠিল। গল—গল উচ্ছ্বাসে রক্ত উদ্গীরণ করিয়া, মহাশব্দে, পৃথিবী কাঁপাইয়া দিয়া অসুরের বিশাল দেহ মাটিতে পড়িল।

মহিষাসুর-সংহার হইল।

দেবতারা আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গন্ধর্ব্বেরা গায়িল, অপ্সরারা নাচিল। দেবলোকে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইল।

ভক্তিতে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রণাম করিয়া দেবতারা আর দেবর্ষিরা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন,—

স্তব।

"—মা!—

সর্ব্বদেবতেজোময়ী বিশ্ববিভাসিনি!
নিত্যদেবঋষিগণ,
পূজে মাগো ও চরণ,
আপন শক্তিতে তুমি বিশ্ববিস্তারিণী।

—দেবী তৎক্ষণাৎ খড়্গের ঘায় তাহার
মাথা কাটিয়া মাটিতে ফেলিলেন।—

[মধ্যম চরিত, মহিষাসুর বধ ; পৃষ্ঠা—৪৮]

হে শুভদে! ভক্তি ভরে
নমি পায় যুক্তকরে,
রাখ মা মঙ্গলে সবে মঙ্গলা জননী।

(২)

বিশ্বময়ী! বিশ্বময় মহিমা তোমার,
ব্রহ্মা হরিহর হারে
সে মহিমা বর্ণিবারে—
অন্তহীন অতুলন—অচিন্ত্য অপার।
সাধিতে জগত স্থিতি,
নাশিতে অশুভ ভীতি,
হও মা সদয়া, নমি চরণে তোমার।

(৩)

লক্ষ্মীরূপে আজ তুমি ধার্ম্মিক নিলয়ে,
অধর্ম্মী-নিবাস যেথা
অলক্ষ্মীরূপিণী সেথা,
বুদ্ধিরূপা তুমি দেবী ধীমান্ হৃদয়ে।

শ্রদ্ধা তুমি সাধু মনে,
লজ্জা কুলজাত জনে,
নমি পায় বিশ্ব ধাত্রী, ভক্তি নত হ'য়ে।

(৪)

মা।—
তুমিই ত্রিগুণমূলা প্রকৃতি পরমা,
ত্রিগুণ বিকারে তব
বিকাশে এ বিশ্ব ভব,
সে বিকার, নির্ব্বাকারা! পরশে না তোমা
বিশ্ব তব অংশভূত
তোমারি আশ্রয়গত,
দেবগণ ধ্যানে নাহি পায় তব সীমা।

(৫)

শক্তি যাগ যজ্ঞে তুমি ধরম করমে,
তুমি পুণ্য যজ্ঞ ভূমি,
আহুতিতে স্বাহা তুমি,—
তৃপ্ত দেবকুল যা'র পুণ্য উচ্চারণে;

তৃপ্ত পিতৃকুল যা'য়—
সুধাময় সে স্বধায়
উঠে তব নাম-সুধা হোতার বদনে।

(৬)

তপোরত সুনিয়ত পূত দেহ মন
মুমুক্ষু সে মুনিগণ
নিত্য ব্রতপরায়ণ
যেই তত্ত্ববিদ্যা সদা করিছে সাধন,—
—মা !—
সুকঠোর ব্রতসাধ্যা
তুমি সে পরমা বিদ্যা,
তুমি সেই চিন্তাতীত সাধনার ধন !

(৭)

নিরমল ঋক যজু বেদবিদ্যা সার
দিব্য সুমধুর তান
সুধাময় সামগান,
শব্দব্রহ্মরূপা তুমি নিধান সবার।

তুমি বৃত্তিরূপা—যা'য়
সংসার প্রবাহ ধায় ;
সুখী এ ধরায় সবে দয়ায় তোমার।

(৮)

মেধার আধার মাগো তুমি সরস্বতী,
তোমার কৃপায় সবে
শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান লভে,
তুমি ভবার্ণবে তরী অবিরাম গতি।
কৈটভারি-হৃদয়ে মা
কান্তিময়ী তুমি রমা,
শিবহৃদে শিবা রূপে তোমার বসতি।

(৯)

হে বরদে ! লভে যেই করুণা তোমার,
ধন ধান্য যশোমানে
সুখী সেই সর্ব্বস্থানে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অক্ষয় তাহার,

পুত্র দারা পরিজন
অনুগত অনুক্ষণ,
সর্ব্বসুখে সুখী সেই পূজ্য সবাকার।

(১০)

তোমারি প্রসাদে সাধু লভিয়া সুমতি
হ'য়ে চির ভক্তিগত
ধরম করম কত
সাধিয়া জীবনে, পায় অন্তে মোক্ষ গতি।
সুখদা পুণ্যদা! ভবে—
তোমার কৃপায় লভে
স্বর্গ মোক্ষ সবে; তব চরণে প্রণতি।

(১১)

সঙ্কটে যে স্মরে তোমা সঙ্কটতারিণী!
সঙ্কটে করিয়া ত্রাণ,
ও শুভ চরণে স্থান
দাও তাঁরে হে শুভদে বিপদবারিণী!

জ্ঞানার্থী যে জন ভবে,
ও চরণ স্মরে যবে,
তত্ত্ব বোধে শুদ্ধ মতি পায় সে, জননী !

(১২)

মনোরম রূপে রমা ভকত নয়নে ;
কালরূপা করালী মা
জ্বলন্ত নয়নে ভীমা
দানবত্রাসিনী চণ্ডী— চণ্ড রণাঙ্গনে।
করুণায় সুকোমলা
সন্তানে মা সুমঙ্গলা,—
কঠোর কৃতান্ত পুন দানব দলনে।

(১৩)

সমর-মরণে মুক্ত পাপী দুরাচার,
শস্ত্রাহত সমরে যে,
এ নশ্বর দেহ ত্যজে,
পাপমুক্ত পবিত্র সে,—দিব্য গতি তা'র।

সমরে মা শস্ত্রে পূত
করিয়া দানবে যত
দিব্যগতি দিলে সবে, করুণা অপার !

(১৪)

রক্ষ মা চণ্ডিকে, সদা নমি ও চরণে।
ভীম ধনু টঙ্কারিয়া
ভীম ঘণ্টা নিনাদিয়া
খড়্গ শূলে রক্ষ সদা অসুর-পীড়নে।
দিকে দিকে যত অরি,
ত্রিশূলে মা দূর করি'
রক্ষ মা চণ্ডিকে ! সদা নমি ও চরণে।

(১৫)

রক্ষ মা চণ্ডিকে, 'সদা নমি ও চরণে,
কভু শান্ত মনোহরা,
কভু রুদ্র ভীম ঘোরা,
বহু রূপে বিচর মা এ তিন ভুবনে।

যে রূপে যেথায় থাক,
সর্ব্ব ভয়ে সদা মাগো,
রক্ষ চণ্ডী! শতবার নমি ও চরণে।"

কোটি কোটি প্রণাম করিয়া এইরূপে দেবগণ দেবীর স্তুতি করিলেন।

দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী কহিলেন,—

"দেবগণ!
স্তবে তুষ্ট আমি সবাকার,
মাগ বর বাঞ্ছিত যা' সকাশে আমার।"

দেবগণ কহিলেন,—

"ভগবতী,—
দেবকুল-অরি ভীম অসুর নাশনে
পুরা'লে সকল আশা বাসনা যা' মনে।
এই মাত্র মাগি বর, হে বরদায়িণী!
সঙ্কটে স্মরিলে হ'য়ে সঙ্কট তারিণী।
মরতে মানব যবে ভক্তিযুত মনে
করে স্তুতি, ভগবতী! বিমল চরণে,—

প্রসন্ন হইয়া দেবী রাখিও সকলে
ধন ধান্যে জ্ঞানে পুণ্যে চির সুমঙ্গলে।"

দেবীর অমৃতনয়নের স্নেহদৃষ্টি অমৃতহাসি ছড়াইয়া দিল:—উজ্জ্বল মধুর কিরণে সমস্ত বিশ্ব প্রসন্ন করিয়া, দেবী, আনন্দ-অমৃতময় প্রসন্ন হাসি হাসিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সরল চণ্ডী।

উত্তম চরিত।
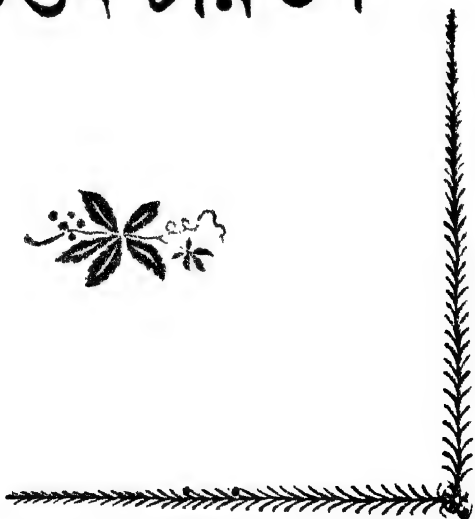
"—দেবগণ স্তব হেথা করেন আমার"।—

[উত্তম চরিত, 'কৌশিকার' আবির্ভাব; পৃষ্ঠা—৬৫]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

—মহামায়া—

উত্তম চরিত।

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

প্রথম স্তর।

দেবগণের স্তবে হিমালয়ে কৌশিকীরূপিণী চণ্ডিকার আবির্ভাব।

অনেককাল দেবতাদের বেশ্ শান্তিতে কাটিল। কিন্তু, পাতালে অসুরবংশ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই মহাসুর তাহাদের রাজা হইল। এরা দুই ভাই এবং এদের মত শক্তিশালী অসুর এপর্য্যন্ত আর জন্মে নাই।

ইন্দ্রকে তাড়াইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। সুধু তাঁই নয়; চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, যম, অগ্নি, পবন প্রভৃতি যত দেবতা, সকলের অধিকার তা'রা জোর করিয়া দখল করিল।

স্বর্গ হইতে এবং নিজ নিজ অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দেবতারা মনে করিলেন, আমরা আবার সেই অপরাজিতা চণ্ডিকাদেবীর শরণ লই। তিনি ছাড়া এ বিপদে আর কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? মহিষাসুর বধের পর, বর চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বিপদে স্মরণ করিলেই তিনি আসিয়া আমাদের সকল বিপদ নাশ করিবেন। আমরা তাঁহাকেই স্মরণ করি, তাঁ'র আশ্রয়ই প্রার্থনা করি, তিনি অবশ্যই দয়া করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের শক্তি বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

দেবী তখন গৌরীরূপে হিমালয়ের ঘরে ছিলেন। দেবতারা সব হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া দেবীর স্তব করিয়া কহিলেন,——

"নমো দেবী মহাদেবী, শিবা, নমস্কার।
নমি মা প্রকৃতি, ভদ্রা, চরণে তোমার॥

নমো রৌদ্রা, নমো নিত্যা, নমো জগদ্ধাত্রী,
ইন্দুভাতিরূপা, গৌরী, সর্ব্ব সুখদাত্রী।

সিদ্ধি বৃদ্ধি শুভদাত্রী, লক্ষ্মী রাজকুলে,
অধর্ম্মে অলক্ষ্মীরূপা নমি পাপ-মূলে।

নমি দুর্গা, জয়দুর্গা, সারা, সর্ব্বকারা,
নমো যজ্ঞরূপা, নমো তমোময়ী ঘোরা।

ক্রিয়ারূপা, কীর্ত্তিরূপা, বিশ্বের আধার,
একাধারে ভীমা—রমা নমো নমস্কার॥

—মা!—

বিষ্ণুমায়া সর্ব্বভূতে মা তোমার নাম,
লও মাতঃ কোটী কোটী মোদের প্রণাম।

—মা গো!—

চেতনায় সর্ব্বভূতে তোমার সংস্থিতি,
ও পদ্ম চরণ তলে সহস্র প্রণতি।
বুদ্ধি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার হে জননী! নমো নমস্কার।

—দেবি!—

নিদ্রা রূপে সর্ব্বভূত রাখিছ আবরি',
কোটী নমস্কার তোমা, নমস্কার করি।
ক্ষুধা রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার করি দেবী, করি নমস্কার॥

জয়া রূপে রাখিছ মা নিখিল-সংসার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
শক্তি রূপে আছ ব্যাপি' ব্রহ্মাণ্ড-আগার,
নমো নমস্কার তোমা, নমি অনিবার।
তৃষ্ণা রূপে সর্ব্বভূত তোমার আধার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
ক্ষান্তি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
জাতি রূপে রাজ মাতা এ বিশ্ব-মাঝার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
লজ্জা রূপে সর্ব্বভূত আশ্রয় তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
ছায়া রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
শ্রদ্ধা রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।
কান্তি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

লক্ষ্মী রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

বৃত্তি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

স্মৃতি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

দয়া রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

তুষ্টি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

মাতৃ রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

ভ্রান্তি রূপে সর্ব্বভূতে স্থিতি মা তোমার,
নমস্কার পায় দেবী, নমো নমস্কার।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-বোধে সর্ব্ববোধ্য ভূতে আর,
অধিষ্ঠান মা তোমার, নমো নমস্কার।

চিতি রূপে বিশ্বময় ব্যাপ্তি মা তোমার,
নমস্কার ও চরণে কোটি নমস্কার ॥

মা গো !—

দানব-পীড়িত সবে সন্তান তোমার,
স্মরি ও চরণ চির মঙ্গল-আধার।

হে জয়া জগদীশ্বরী ! জগত-জননী !
রক্ষিতে সন্তানে হও দানব দলনী।”

অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে দেবগণ স্তব সমাপ্ত করিলেন।

তখন গৌরীদেবী, যেন স্নানে যাইতেছেন, এমন ভাবে সেখানে আসিলেন। অতি মধুর হাসি হাসিয়া গৌরীদেবী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“দেবগণ ! কা’রে স্তব করিছ হেথায় ?”—

অমনি দেবীর শরীরে ঈষৎ শ্যামবর্ণের ছায়া পড়িল, দেবীর শরীরকোশ হইতে শিবা নাম্নী দেবী বাহির হইয়া কহিলেন,——

“প্রবল নিশুম্ভ-শুম্ভ দানব তাড়িত,
দেবগণ স্তব হেথা করেন আমার।”

দেবগণের স্তবে তুষ্টা গৌরী, শিবাদেবীরূপিণী আপনার মহাশক্তিকে রাখিয়া, স্থানে চলিয়া গেলেন। শিবা দেবী দেবগণকে অভয় দিয়া মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন।

গৌরীর শরীরকোশ হইতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শিবার নাম 'কৌশিকী' হইল।

মিষ্ট কথায় দেবীকে সম্ভাষণ করিয়া
সুগ্রীব বলিল,— । —

[উত্তম চরিত, দ্বিতীয় স্তর ; পৃষ্ঠা—৬৮]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তম চরিত।

দ্বিতীয় স্তবক।

ধূম্রলোচন বধ।

রূপে হিমালয় আলো করিয়া কৌশিকী দেবী একটি সুন্দর স্বর্ণময় পর্ব্বতের চূড়ায় বসিয়া রহিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুইজন অসুর সেখানে আসিয়া দেবীকে দেখিল। দেবীর অমন ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া তা'রা ভাবিল, এই দেবী আমাদের রাণী হইলে বেশ্ মানাইত!

তাড়াতাড়ি দুইজনে শুম্ভের নিকটে গিয়া দেবীর রূপের কথা সব বলিয়া কহিল,—"মহারাজ, জগতের সকল রত্ন আপনার ঘরে। দেবতাদের যা'র যা' কিছু ভাল ছিল, সবই আপনার। পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, রূপে এর মত কেউ নয়। এ রত্ন আপনারই যোগ্য, আপনি এঁকে ঘরে আনুন। দেবতার সকল রত্ন যেমন রাজসংসার আলো করিয়া আছে, এই দেবীরত্নও তেম্‌নি থাক্।"

শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডের কথা শুনিয়া বলিল,—"বটে! সে এমন সুন্দর! তবে সে এখনি আমার রাণী হইবে। সুগ্রীব, তুমি এখনি সেই দেবীর কাছে যাও। মিষ্ট কথায় তা'কে বুঝাইয়া আমার কাছে নিয়া আইস। যদি আমাকে সে একান্ত পছন্দ না করে, তবে নিশুম্ভ আছে, তা'কেই বরণ করুক।"

সুগ্রীব গেল। মিষ্ট কথায় দেবীকে সম্ভাষণ করিয়া সুগ্রীব বলিল,—"দেবী, শুম্ভ আর তাঁ'র ভাই নিশুম্ভ এখন ত্রিভুবনের অধীশ্বর। দেবতারা সব এখন তাঁ'দের অধীন, তাঁ'দের আজ্ঞায় চলেন। দেবতাদের যাঁ'র যা' শ্রেষ্ঠ ধন আছে, সব তাঁ'রা তাঁ'দের পায় সঁপিয়া দিয়াছেন। জগতে যেখানে যা' শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, তা' সব তাঁ'রাই ভোগ করেন। তুমিও স্ত্রীরত্ন তাঁ'দেরই যোগ্য। শুম্ভ আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন; আমার সঙ্গে চল। তাঁ'দের দুই ভাইএর যাঁ'কে ইচ্ছা হয়, তুমি বরণ কর। তাঁ'দের একজনের ঘরণী হইয়া তুমি জগতে সমস্ত ধনরত্ন ও সকল সুখের অধীশ্বরী হও।"

সুগ্রীবের কথা শুনিয়া দেবী একটু হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ দূত, তুমি তাঁ'দের কাছ হইতে আসিতেছ? তুমি যা' বলিলে, তা' ঠিক। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের রাজা শুম্ভ নিশুম্ভ,—তাঁ'দের বড় আর কে আছে? আমার বড় ভাগ্য যে তাঁ'রা আমায় তাঁ'দের রাণী

করিতে চান। কিন্তু, দেখ দূত! আমি আগেই বড় একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। সে অনেক দিন,—তখন কি আমার এতটা বোধ ছিল? আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত হঠাৎ একটা পণ করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, যে আমাকে যুদ্ধে হারাইতে পারিবে, আমি, তা'কে বরণ করিব। দূত! দেখদেখি, কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছি! যাক্। দেখ, যখন পণ করিয়াছি, তখন সে পণ তো ভাঙ্গা যায় না! তুমি যাও, তোমাদের রাজাকে গিয়া আমার এই পণের কথা বল। তাঁ'দের দু'ভাইয়ের যে কেউ একজন এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আমি তো হারিবই, তখন যেন তাঁ'রা আমায় নিয়ে যান।"

সুগ্রীব কহিল,—"দেবী, তুমি হাসাইলে! তুমি কি পাগল হইয়াছ, না, তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে? তুমি সামান্য দুর্ব্বলা রমণী, তুমি নাকি অহঙ্কার কর যে, তুমি শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে! হাসি পায়!! দৈত্যেশ্বর ত্রিভুবনাধিপতি যে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে বড় বড় দেবতারা সব অশেষ প্রকারে পরাস্ত হইয়া গেলেন, তুমি—ঐ অতুলন সুন্দরী একা অবলা রমণী তাঁ'দের সঙ্গে লড়িবে? হা! হা!!!—যা'ক্ দেখ, ও সব কথা রাখ। তুমি ভুবনমোহিনী দেবী প্রতিমা, তোমার রূপের অমল কিরণে এই গিরিপ্রদেশ আলোকিত করিতে করিতে তুমি যাইবে;

তোমার বড় ভাগ্য, তুমি আমাদের—ত্রিলোকের রাণী হইতে যাইতেছ। এস, আমার সঙ্গে চল।

—আর, যদি না যাও, তবে জানিও, দৈত্যপতির ক্রোধ হইলে তোমার রক্ষা নাই। লোক জন সকলে আসিয়া এই দণ্ডে তোমাকে চুলে ধরিয়া লইয়া যাইবে!"

দেবী কহিলেন,—"যদি সে বিড়ম্বনা অদৃষ্টে আমার থাকে, তবে আর কি করিব? কিন্তু, যখন পণ একবার করিয়া ফেলিয়াছি, সে পণ তো আর ভাঙ্গিতে পারিব না। দূত! তখন কি বুঝিতাম, এমন সৌভাগ্য আমার ঘটিবে! তা'হইলে কি, দূত, আমি এমন পণ করি! দেখ দূত, তুমি যাও না? তোমাদের রাজাকে গিয়া সব বল না? তোমাদের রাজা অবশ্য বিবেচক; যা' করিবার তিনিই করিবেন।"

সুগ্রীব আর কি করিবে? শুম্ভকে গিয়া সকল কথা বলিল।

শুনিয়া, ক্রোধে আরক্তলোচন শুম্ভ তৎক্ষণাৎ তাহার সেনাপতিকে আদেশ করিল,—"ধূম্রলোচন! তুমি এখনি সৈন্য লইয়া যাও।

কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা সেই সামান্য রমণীর!! চুলে ধরিয়া সেই গর্ব্বিতা রমণীকে আমার কাছে লইয়া আইস। দেবতা হ'ক, গন্ধর্ব্ব হ'ক, যক্ষ হ'ক, যদি কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে আইসে, তখনি তাহাকে শমনাগারে পাঠাইবে।"

ষাট হাজার সৈন্য লইয়া—ধূম্রলোচন গেল। দেবীকে দেখিয়া দূর হইতেই সে মেঘ গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া বলিল,—"দেবী! তোমার এত গরব কেন? যদি ভাল চাও, সঙ্গে চল। নহিলে, চুলে ধরিয়া তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইব।"

দেবী কহিলেন,—"অসুর! দৈত্যরাজ শুম্ভ তোমায় পাঠাইয়াছেন, অত সৈন্য লইয়া তুমি আসিয়াছ; তুমি নিজেও খুব বলবান্। যদি জোর করিয়াই লইয়া যাইবে, তবে আর আমি কি করিব?"

শুনিয়া, ধূম্রলোচন, ভীমনাদে আস্ফালন করিয়া দেবীকে ধরিতে অগ্রসর হইল। তৎক্ষণাৎ, জ্বলন্ত নেত্রে—ক্রোধে দেবী বিশ্বসংহার হুঙ্কার ছাড়িলেন। ধক্ ধক্ বজ্রের আগুন লইয়া হুঙ্কার ছুটিল,—নিমিষে ধূম্রলোচন ভস্ম হইয়া গেল।

অসুরসৈন্যেরা তখন প্রাণপণে, বাণ, শূল, শক্তি, যত অস্ত্র ছাড়িতে লাগিল। দেবী স্বধু সিংহকে ইঙ্গিত করিলেন।

ঘোর গর্জ্জনে সিংহ অসুরসৈন্যের মধ্যে পড়িল। দাঁতে, নখে, কামড়াইয়া, ছিঁড়িয়া, সিংহ অসুরসৈন্য মারিতে লাগিল, সহস্র সহস্র অসুরের বুক পেট চিরিয়া রক্ত পান করিল।

দেখিতে দেখিতে ষাট হাজার অসুরসৈন্য সব মরিয়া গেল।

—সেই মুহূর্ত্তে ভ্রূকুটি-কুটিল কাল কপাল হইতে—
কালরূপা কালী ঘোরা, করাল বদনী,
করে ভীম অসি পাশ; খট্টাঙ্গধারিণী * * *
এক দেবী বাহির হইলেন।—

[উত্তম চরিত, তৃতীয় স্তর, পৃষ্ঠা—৭৪]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তম চরিত।

তৃতীয় স্তবক।

চণ্ড-মুণ্ড বধ।

ধূম্র লোচন আর তা'র ষাট হাজার সৈন্য একেবারে এমন করিয়া সব মরিল, শুনিয়া শুম্ভ রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল। তখন সে, চণ্ড-মুণ্ড নামক দুই অসুরকে ডাকিয়া কহিল,— "চণ্ড-মুণ্ড! যত ইচ্ছা সৈন্য নাও। যত ইচ্ছা যাহা প্রয়োজন, নাও। এখনি গিয়া সেই পশু সিংহটাকে বধ কর, আর সেই হতভাগিনী গর্ব্বিতা রমণীটাকে চুলে ধরিয়া টানিয়া এখানে নিয়া আইস।

শোন! যদি জীবিত তা'কে ধরিয়া আনিতে না-ই পার, তবে তাহাকে মারিয়া তা'র দেহটাই এখানে টানিয়া লইয়া আসিবে।"

রাজার আজ্ঞা পাইয়া চণ্ড-মুণ্ড লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া যুদ্ধে ছুটিল। সৈন্যের পদ ভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল।

কাঞ্চন শৃঙ্গে, সিংহের উপর বসিয়া দেবী মৃদু মৃদু হাসিতেছেন; উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার তরঙ্গে তরঙ্গে যেন সমস্ত প্রকৃতি নাচিয়া খেলিয়া উঠিতেছে! অসুররা আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া অস্ত্র তুলিয়া চারিদিক হইতে দেবীকে আক্রমণ করিল।

সহসা দারুণ রোষে দেবী ভ্রূকুটি করিলেন; সমস্ত মুখ কালীর মত কাল হইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে ভ্রূকুটি-কুটিল কাল কপাল হইতে—

কালরূপা কালী, ঘোরা, করালবদনী,
করে ভীম অসি পাশ; খট্টাঙ্গধারিণী,
শুষ্ক মাংসে বিভীষণা, বিকট রূপিণী,
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধানা নৃমুণ্ডমালিনী,
অতি বিস্তারিত ভীম বিশাল বদনে
ভীমা লোল রসনায় করাল দশনে,—
কোটরনিমগ্ন ক্রুদ্ধ আরক্ত নয়না
দিগন্তকম্পিনী নাদে গর্জ্জিনী ভীষণা।—

এক দেবী বাহির হইলেন। দেবী বাহির হইয়াই প্রচণ্ড বেগে অসুরসৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইতে লাগিলেন। মাহুত শুদ্ধ হাতী, সোয়ার শুদ্ধ ঘোড়া, সারথি শুদ্ধ রথ রথী সব এক হাতে তুলিয়া মুখে নিয়া চিবাইতে লাগিলেন। চুলে ধরিয়া আছ্‌ড়াইয়া, গলা টিপিয়া, পায়ে দলিয়া, পাশে বাঁধিয়া, অসিতে কাটিয়া, খট্টাঙ্গে পিটিয়া সব অসুর মারিতে লাগিলেন!

অসুররা এই ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়া প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। কিন্তু যুঝিলে কি হইবে?—তাহারা যত যত অস্ত্র ফেলিয়া মারিল, দেবী বিকট বিশাল হাঁ করিয়া সে সমস্ত মুখে নিয়া কট্ কট্ করিয়া চিবাইয়া সব গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন। ফেলিয়া পূর্ব্বের মত স্বচ্ছন্দ মনে অসুরসৈন্য গিলিয়া গিলিয়া খাইতে লাগিলেন!

দেখিতে দেখিতে চণ্ড-মুণ্ডের সব সৈন্য শেষ হইল।

চণ্ড-মুণ্ড নিজেরা তখন শূল শক্তি, গদা ও চক্র ফেলিয়া দেবীকে মারিতে লাগিল।

চণ্ড-মুণ্ডের সে সব অস্ত্র, কালীর কাল মুখে কাল মেঘে সূর্য্য-কিরণের মত, ডুবিয়া যাইতে লাগিল! তাহারা অস্ত্র মারে, আর কালী সে সব গিলিয়া রক্ত মাখা দাঁত বাহির করিয়া "হি! হি! হি!!"—হাসেন!

সহসা অসুররা রুখিয়া আসিয়া প্রচণ্ড বেগে কালীকে আক্রমণ করিল। তখন, সেই ভীমমূর্ত্তি কালী, এক হুঙ্কার ছাড়িয়া, সিংহে চড়িয়া, চুলে ধরিয়া চণ্ড-মুণ্ডকে টানিয়া লইয়া আসিলেন। আনিয়া, মহাখড়্গে মুহূর্ত্তে চণ্ড-মুণ্ডের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়া, আকাশ কাঁপাইয়া ভীষণ রবে অট্টহাস্য করিলেন।

সেই দুই কাটা মুণ্ড হাতে লইয়া অট্টহাস্যে দিগন্ত পূরিয়া দিয়া, চণ্ড-মুণ্ডবিনাশিনী কালী, কৌশিকী দেবীর কাছে আসিয়া কহিলেন,—

"লও দেবী,
ধর করে
চণ্ড-মুণ্ড মহাপশু মুণ্ড উপহার!
ধর নিজে খর অসি,
শুম্ভ ও নিশুম্ভে নাশি'
রণযজ্ঞে পূর্ণাহুতি করহ তোমার!"

—মহাখড়্গে মুহূর্ত্তে চণ্ড-মুণ্ডের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন—

[উত্তম চরিত, চণ্ড-মুণ্ডবধ; পৃষ্ঠা—৭৬]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

চণ্ডিকা হাসিয়া কহিলেন,—

"দেবী,

চণ্ড-মুণ্ড বিনাশিলে,

মুণ্ড উপহার দিলে,

'চামুণ্ডা' তোমার নাম হ'ক্ ভূমণ্ডলে।"

চণ্ড-মুণ্ডবিনাশিনী কালীরূপা সেই মহা ভয়ঙ্করী কালী-দেবীর নাম চামুণ্ডা হইল।

—একে একে তাঁহারা আকাশ হইতে নামিলেন।—

[উত্তম চরিত, চতুর্থ স্তর; পৃষ্ঠা—৮১]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তম চরিত।

চতুর্থ স্তর।

—————

রক্তবীজ বধ।

চণ্ড-মুণ্ডবধের সংবাদে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আজ্ঞা দিল,—"আমাদের রাজ্যে যত কুলে যত অসুর আছ, সকলে সাজ। কম্বু, কোটিবীর্য্য, ধৌম্র, কালক, দৌহৃদ, মৌর্য্য, কালকেয় প্রভৃতি যত বংশের যত অসুর আছ, অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাহির হও। আজ আমরা নিজে যুদ্ধে যাইব। গর্ব্বিতা চণ্ডিকাকে আজ দেখাইব, অসুরের কত বল! আজ তা'র সকল আস্পর্দ্ধা, সকল দর্প চূর্ণ করিব, সকল ক্ষতির প্রতিশোধ দিব,—অসুর-রাজ্য নিষ্কণ্টক করিব!"

অস্ত্রের ঝন্‌ঝনে সমস্ত দিক পূরিল; ভয়ানক শব্দে যুদ্ধের বাজনা বাজিল; খুরে পৃথিবী উৎখাত করিয়া ঘোড়া ছুটিল; হাতীতে, রথে, সৈন্যে, ধূলিতে— আকাশ পৃথিবী উলটপালট করিয়া দিয়া মহাকোলাহলে হৈঃ হৈঃ রৈঃ রৈঃ শব্দে অসুর-বাহিনী চলিল। কোনদিকে আর কিছুই দেখা যায় না।

শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে এই বিপুল সৈন্য আসিতে দেখিয়া দেবী ধনুকে টঙ্কার দিলেন, ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি ও শঙ্খনিনাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিংহ ঘোর গর্জ্জন করিল, দিগ্ দিগন্ত ভরিয়া ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশ ছাইয়া উঠিল।

আবার, চামুণ্ডার ঘন ঘন অট্ট হাসি, ভীম নাদ ও হুহুঙ্কার সেই ভীষণ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঢাকিয়া উঠিতে লাগিল!

ত্রিলোক এই কোলাহলে কম্পান্বিত হইল। মহাযুদ্ধের পরিণাম দেখিবার জন্য ত্রিভুবন অস্থির হইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে অসুরসৈন্য চারিদিকে দেবীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দেবীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। দেবী স্থিরভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দেবগণ আকাশে 'জয় সিংহ বাহিনীর জয়! বলিয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিলেন।

তখন, এই মহাযুদ্ধে, যথাসাধ্য দেবীর সাহায্যের জন্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কার্ত্তিক এবং বিষ্ণুর বরাহ ও নৃসিংহমূর্ত্তি, নিজ নিজ শক্তিকে নিজ নিজ বাহনে ও অস্ত্রে-শস্ত্রে সাজাইয়া—যুদ্ধে পাঠাইলেন। একে একে তাঁহারা আকাশ হইতে নামিলেন।

প্রথমে,—

মরাল বাহিত দিব্য বিমানরাজিনী,
অক্ষমালা কমণ্ডলু শ্রীকরে ধারিণী,
উজলি' গগন পথ নাগিলা ব্রহ্মাণী
চতুর্ম্মুখী দেবী—ব্রহ্ম-শক্তিস্বরূপিণী।

তা'র পর,—

পঞ্চাননী মাহেশ্বরী বৃষভবাহিনী
চন্দ্রকলা-কপালিনী ত্রিশূলধারিণী
জটাজুট শোভা শিরে ভুজঙ্গভূষিণী,
নামিলা ধরায় শম্ভু-শক্তিস্বরূপিণী।

তা'র পর,—

সুকুমার কান্তি ভাতি ঢালিয়া গগনে
বিস্তৃত বিচিত্র পুচ্ছ শিখণ্ডী বাহনে,

নামিলা কৌমারী,—করে শকতি ধারিণী,
দেবকুল-সেনাপতি-শক্তিস্বরূপিণী।

তা'র পর,—

গজদন্ত ধনুঃশর শঙ্খ সুদর্শনে
গদা খড়্গে সুশোভনা, শ্যামলা বরণে,
বিষ্ণুশক্তি সমুজ্জ্বলা বৈষ্ণবী রূপিণী
নামিলা বিহগরাজ গরুড়বাহিনী।

তা'র পর,—

অসুরনাশক ভীম চক্রে সুশোভিনী
বিশাল বসুধামূর্ত্তি দশনে ধারিণী,
বরাহরূপিণী ঘোরা বারাহী শকতি
কাঁপা'য়ে গগনতল নামে দ্রুত গতি।

তা'র পর,—

কাঁপা'য়ে গগন ঘন কম্পিত কেশরে
ছুটা'য়ে তারকাকুল সুদূর অম্বরে,

ভীষণা নখরে, কাল করালদশনা,
নামে নারসিংহী ভীমা ঘোরগরজনা।

সকলের শেষে,—

সহস্রলোচনা দেবী উজলবরণী,
ঐরাবত-আরোহিণী দীপ্তকিরীটিনী,
জ্বল্ জ্বল্ ঘোর গর্জ্জী ভীমবজ্রপাণী,
দেবরাজ-শক্তিরূপা নামিলা ইন্দ্রানী।

এই সময় মহাদেব নিজেও নামিলেন। শক্তিরূপিণী দেবীদিগকে চণ্ডিকার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিলেন,—

"লও দেবী দেবশক্তি এ মহা সমরে,
তোষ দেবে নাশি' ত্বরা শুম্ভ-নিশুম্ভেরে।"

তখন,—

শিবা শত নিনাদিনী ভৈরবরবিনী,
উগ্রচণ্ডা বিভীষণা জ্বলন্তরোষিণী,
চণ্ডিকার দেহ ভেদি' বাহিরিলা আসি'
চণ্ডিকা-শকতি নিজে মুখে অট্টহাসি।

চণ্ডিকা-শক্তি দেবী বাহির হইয়াই মহাদেবকে কহিলেন,—

"যাও শম্ভু! দূত মম! যাও শূলপাণি,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুষ্টে কহ এই বাণী,—
জীবনের আশা যদি রাখে দুরাচার,
ছেড়ে দিক দেবগণে দেব অধিকার!

ইন্দ্রপদ দিয়া ইন্দ্রে ত্রিলোকে ত্বরায়,
থাক্ সে পাতালে, যথা আছিল যেথায়।

আর যদি বলগর্ব্বে যুদ্ধ চায়, তবে,
আসুক্! শিবারা মোর, মাংসে তৃপ্ত হ'বে!!"

স্বয়ং শিবকে দূত পাঠাইলেন বলিয়া দেবীর নাম "শিবদূতী" হইল।

শিবদূতীর দূত হইয়া শিব, শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে গেলেন। কিন্তু বলগর্ব্বিত অসুরেরা তাঁহার কথা শুনিবে কেন? তাহারা আরও রাগিল। রাগিয়া, রুখিয়া, গর্জ্জিয়া তাহারা চারিদিক হইতে প্রচণ্ডবেগে চণ্ডিকাকে আক্রমণ করিল।

মাতৃকারূপিণী শক্তি দেবীরা সকলে চণ্ডিকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। চণ্ডিকার ধনুষ্টঙ্কার আর ঘণ্টাধ্বনি, সিংহের ঘন ঘন ঘোর গর্জ্জন, শক্তিগণের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি আর হুহুঙ্কার, চামুণ্ডা ও শিবদূতীর ভীমনাদ ও অট্টহাসি ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল।

অসুররা অজস্র বাণ, শূল ও শক্তি বর্ষণ করিতেছে। চণ্ডিকা হেলায় হাসিয়া নিজের বাণে সে সমুদয় কাটিয়া ফেলিলেন। দেবীরা সব অসুরসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসুর মারিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলুর জলে, মাহেশ্বরীর ত্রিশূলের আঘাতে, কৌমারীর শক্তির আঘাতে, অগণন অসুর মরিল। বারাহী— চক্রে চিরিয়া, দাঁতে বিঁধিয়া, নারসিংহী— নখে চিরিয়া দাঁতে চিবাইয়া কত অসুর মারিলেন। ইন্দ্রাণীর ভীমবজ্র চক্ষের নিমিষে-নিমিষে মহাবেগে ঘুরিয়া অসুরদের মাথায় পড়িতে লাগিল।

ও দিকে, চামুণ্ডা আর শিবদূতী অট্ট অট্ট হাসিয়া, হুহুঙ্কারে রণভূমি কাঁপাইয়া, অসুরদিগকে ধরিয়া ধরিয়া চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন।

অসুরেরা প্রমাদ গণিল।

তখন, রক্তবীজ নামে শুম্ভ-নিশুম্ভের অতি প্রবল প্রধান সেনাপতি ধাইয়া আসিল। রক্তবীজ বড় ভয়ঙ্কর অসুর। তা'র এক এক বিন্দু রক্ত যেখানে পড়ে, সেখানে ঠিক তা'রি মত এক একটি ভীষণ অসুর জন্মে। রক্ত-বীজকে লইয়া দেবীরা বড় সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহারা যত মারেন, যতই তা'র রক্ত পড়ে, ততই নূতন নূতন রক্তবীজ জন্মে। দেখিতে দেখিতে কোটি কোটি রক্তবীজে সেই বিস্তৃত রণস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। আকাশে দেবগণ ভয়ে আকুল হইয়া উঠিলেন।

তখন, চণ্ডিকা, ঘোর গর্জ্জনে চামুণ্ডাকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"চামুণ্ডে!—
বিস্তারি' বিশাল তব করাল বদন,
রণভূমিময় দ্রুত কর বিচরণ।

যেথা অস্ত্রে রক্তবীজ-দেহে রক্ত ঝরে,
ধর মুখে, কর পান, ভূমে নাহি পড়ে।
আর;
সে রক্তে জনমে যত অসুর, বদনে,
ভক্ষ সবে চিবাইয়া করাল দশনে।"

চামুণ্ডাদেবী তখন রক্তবর্ণ চক্ষু, প্রকাণ্ড হাঁ, রক্তমাখা লক্‌লক্ জিহ্বা—ভীষণ দাঁত বাহির করিয়া, গর্জ্জনে, হুঙ্কারে, অট্টহাসিতে দিগ্বিদিক্ কাঁপাইয়া—রণভূমিময় ঘুরিয়া নাচিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন,—যেন পর্ব্বতপ্রমাণ কাল মেঘ ঘূর্ণীবায়ুতে ঘুরিয়া বজ্র 'ও বিদ্যুৎ বর্ষণ করিতে লাগিল!

চণ্ডিকা তখন রক্তবীজের শরীরে অস্ত্র মারিতে লাগিলেন। রক্ত পড়ে, আর চামুণ্ডাদেবী হাঁ করিয়া সে রক্ত মুখ পাতিয়া নেন। রক্তে চামুণ্ডার মুখের মধ্যে যত অসুর জন্মিতে লাগিল, দাঁতে চিবাইয়া গুঁড়া করিয়া, রক্তে মিশাইয়া তিনি সে সব গিলিয়া গিলিয়া খাইলেন! ক্রমে রক্তবীজের রক্ত ফুরাইল। চণ্ডিকার অস্ত্রাঘাতে মরিয়া অসুর রক্তশূন্যদেহে মহাশব্দে মাটিতে পড়িল। রক্তবীজের রক্তে আগে যত অসুর জন্মিয়াছিল, অন্য দেবীরা সকলে তাহাদিগে মারিয়া ফেলিলেন; তাহাদের রক্তে আর নূতন অসুর জন্মিল না। দেবগণ আকাশে আনন্দে জয়ধ্বনি করিলেন। মাতৃকারা সকলে রক্ত মাখিয়া, রক্ত খাইয়া, রণভূমি ভরিয়া তাণ্ডব নৃত্যে নাচিতে লাগিলেন।

নিশুম্ভ যুদ্ধ।

[উত্তম চরিত্র, পঞ্চম স্তর।]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তম চরিত।

—○✻○—

পঞ্চম স্তর।

—○✻○—

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

রক্তবীজ মরিল, অসংখ্য সৈন্য মরিল, সেনাপতিরা সব মরিল। তখন, শুম্ভ আর নিশুম্ভ, বাকী যত সৈন্য ছিল তা'দিগে লইয়া দেবীকে আক্রমণ করিল।

বাণে বাণে, শূলে শূলে, খড়্গে খড়্গে, চক্রে চক্রে, অনেক কাটাকাটি,—গদায় গদায়, মুষ্টিতে মুষ্টিতে, কিলে চাপড়ে অনেক যুদ্ধ হইল।

দেবীর তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ হইয়া নিশুম্ভ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শুম্ভ তখন রাগে আট হাতে আট অস্ত্র লইয়া বেগে দেবীর প্রতি ধাইয়া আসিল।

দেবী ধনুকে টঙ্কার দিলেন, ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। সিংহ গর্জ্জন করিল, চামুণ্ডা লাফে লাফে আকাশে উঠিয়া, উলটিয়া, মাটিতে হাতে তাড়া দিয়া পৃথিবী কাঁপাইলেন। শিবদূতী অট্টহাসিতে অসুর সৈন্য স্তম্ভিত করিলেন। চণ্ডিকা ঘোর রবে 'থাক্, থাক্!' বলিয়া অসুরকে ধমক দিলেন। আকাশে দেবতারা "জয় জয়!" করিয়া উঠিলেন।

বেগে আসিয়াই শুম্ভ দেবীর দিকে জ্বলন্ত এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। নিজের মহোল্কা শক্তিতে দেবী শুম্ভের সেই শক্তি ফিরাইয়া দিলেন। দিয়া, দেবী এক ভীষণ শূল প্রহার করিলেন।

শূলের আঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নিশুম্ভ ততক্ষণে চেতনা পাইয়া গদা লইয়া ধাইয়া আসিল। চণ্ডিকা খড়্গে তা'র গদা কাটিয়া বুকে শূল বিঁধাইয়া দিলেন। শূলে বিদীর্ণ বুক হইতে তখন এক মহাবল পুরুষ 'থাক্ থাক্' বলিতে বলিতে বাহির হইল। চণ্ডিকা ক্ষিপ্রহস্তে খড়্গে তা'র মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সশব্দে অসুর মাটিতে পড়িল; আর সে উঠিল না।

এইরূপে নিশুম্ভ হত হইল।

তখন দেবীরা চারিদিকে ঘুরিয়া নিশুম্ভের সৈন্য সমুদায় ধ্বংস করিলেন।

শুম্ভ চেতনা পাইয়া দেখিল, প্রাণের দোসর ভাই নিশুম্ভের বিশাল মৃতদেহ ধূলিতে লুটাইতেছে। রোষে ও ক্ষোভে গর্জ্জিয়া শুম্ভ দেবীকে কহিল,—

"দুর্গা !

কিসে এত গর্ব্ব তব,—
অন্যের শকতি নিয়া যুঝিয়া সমরে ?
যোঝ একা, দেখি কেবা কত শক্তি ধরে !"

দেবী হাসিয়া কহিলেন,—

"মূঢ় !

শক্তি কোথা আমা বৈ ?
বিশ্বের শকতি একা আমি বিশ্বময়ী।
আমাতেই প্রকাশিত
আমারি যে অংশভূত
যোঝে রণে মোর সনে আমারি মূরতি।
আমারি বিভূতিজাত
রূপে রূপে দেবী যত,
আমাতেই পশে দ্যাখ্ পলকে দুর্ম্মতি !"

দেবী এই কথা বলিবা মাত্র দেখিতে দেখিতে চামুণ্ডা, শিবদূতী এবং আর আর সমুদায় মাতৃকারা চণ্ডিকার শরীরের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

তখন একা দেবীতে আর শুম্ভতে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেক অস্ত্র কাটাকাটির পর সেই মহাবল অসুর শুম্ভ ভীষণ এক লাফে দেবীকে ধরিয়া আকাশে উঠিল। আকাশে ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে সহসা এক সুকৌশলে দেবী শুম্ভকে চুলে ধরিয়া আকাশে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আছ্‌ড়াইয়া মাটিতে ফেলিলেন।

তখনি আবার উঠিয়া শুম্ভ মুষ্টি তুলিয়া ধাইল। সেই সময় দেবী শুম্ভের বুকে মহাশূল প্রহার করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিলেন। ভীষণ শব্দ করিয়া শুম্ভ পড়িয়া গেল। শুম্ভের পতনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিল, পাহাড় পর্ব্বত উপাড়িয়া পড়িল, সমুদ্রের জল উথলিয়া দেশ—দেশ ভাসাইল। শুম্ভ সেই যে পড়িল, আর তাহাকে উঠিতে হইল না।

তখন,—

পুলকিত দেবগণ
জয়ধ্বনি অগণন
উঠা'ল গগনে দিগ্‌ দিগন্ত ভরিয়া।

নাচিল অপ্সরাগণ,
কিন্নর গায়িল গান,
গন্ধর্ব্ব মিলা'ল তান বীণা বাজাইয়া।
মেঘমুক্ত নিরমল
ঝল্ ঝল্ নভোতল,
ভাতিল ভাস্কর তেজে, কিরণে উজল।
বহিল পবন সুখে
প্রসন্ন বসুধা-বুকে,
ছোটে নদী সিন্ধু-মুখে বহি' কল্ কল্।
সুজলা সুফলা ধরা
অন্নে পুণ্যে তাপহরা,
ঋষিগণ বেদ গান দিশি দিশি গায়,
শান্ত স্নিগ্ধ নিরমল
জ্বলে পূত যজ্ঞানল,
বিমুক্ত গগনে ধূম হব্য নিয়ে ধায়।

—সেই সময় দেবী শূল প্রহার করিয়া
তাহাকে ফেলিলেন * * *।—

[তৃতীয় চরিত, শুম্ভবধ, পৃষ্ঠা ৯২]

Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তম চরিত।

—○✻○—

ষষ্ঠ স্তর।

—○✻○—

দেবগণের স্তব ও দেবীর বর।

আকাশ হইতে নামিয়া বার বার ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া দেবগণ সকলে মিলিয়া যুক্তকরে দেবীর স্তব করিয়া কহিলেন,—

(১)

"দেবী,

নিখিল জগতে
বিপন্ন জনের
দুঃখহরা তুমি,—
নমি ও পায়।

বিশ্বচরাচরে
ঈশ্বরী যে তুমি!
সুচির প্রসন্না
রক্ষ মা, তা'য়।

অপরাজিতে মা!
মহীরূপে তুমি
একা এ ধরার
আধারভূতা।

জলরূপে তুমি
হইয়া বর্দ্ধিনী
কর ধরণীরে
মঙ্গল যুতা।

বিশ্ব বীজ তুমি,
বিশ্বশক্তি রূপে
পাল অতিবলা
নিখিল ভব।

মহামায়া তুমি
সর্ব্বমন্মোহিনী!
মোহ, মুক্তি পুন
প্রসাদে তব।

তোমা হ'তে জাত
মহাবিদ্যা যত
এ বিশ্বধারিণী
শকতি চয়।

স্মৃতির অতীতা !
জননীরূপে মা !—
ব্যাপ্ত চরাচর
জগত ময় !

(২)

তত্ত্বসার-বোধে বুদ্ধিরূপা তুমি
হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ জননী !
স্বর্গভোগদাত্রী মোক্ষবিধায়িনী
নমো নমো নমো নমো নারায়ণী !

কালরূপা তুমি কালের প্রবাহে
ভূতে ভূতান্তরে নিতেছ জননী,
বিশ্ববিনাশনে শক্তিভূতা তুমি
নমো নমো নমো নমো নারায়ণী !

সকল মঙ্গলে মঙ্গলরূপিণী,
শিবা সর্ব্বময়ী সর্ব্বার্থসাধিনী,
সর্ব্বশরণীয়া গৌরী ত্রিনয়নী
নমো নমো নমো নমো নারায়ণী !

সৃজনে, পালনে, বিশ্ববিনাশনে
শক্তি-স্বরূপিণী, তুমি সনাতনী,
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিগুণরূপিণী,
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী ।

রাজীব চরণে শরণাগত, মা—
দীনাতুর জনে শান্তিবিধায়িনী !
সর্ব্বদুখহরা করুণারূপিণী
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

মরাল বাহন বিমানরাজিনী
কমণ্ডলু-জলে বৈরী বিনাশিনী
ব্রহ্ম-শক্তিরূপা তুমি মা ব্রহ্মাণী
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী ।

ভালে চন্দ্রকলা-ভাতি বিভাসিনী,
ভুজঙ্গ-ভূষণা ত্রিশূলধারিণী,
মাহেশ্বরীরূপা, বৃষভবাহিনী,
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

রূপে মনোরমা, ময়ূরবাহিনী,
শাণিত শকতি শ্রীকরে ধারিণী,
কৌমারী কুমার-শকতিরূপিণী,
নমো নমো নমো নমো নারায়ণী !

সশর সুন্দর গজদন্ত ধনু
শঙ্খ সুদর্শন গদা-খড়গপাণী
শক্তি বিষ্ণুময়ী বৈষ্ণবী রূপিণী
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

চক্র বিভীষণে অসুরনাশিনী,
দশনে বিশাল বসুধাধারিণী,
বরাহ-শকতি বারাহীরূপিণী,
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

নখ দন্তাঘাতে দানব ঘাতিনী
কম্পিত কেশরে নক্ষত্র পাতিনী
নারসিংহী ভীমা ভীমনিনাদিনী
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

সহস্র উজল লোচনে উজ্বলা
ভীম বজ্রধরা দীপ্তকিরীটিণী
ইন্দ্রশক্তিরূপা বৃত্রবিনাশিনী
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

শত শিবারবে ভৈরব রবিনী,
শিবদূতী ঘোরা ভৈরবরূপিণী,
চণ্ডিকা-শকতি চণ্ডাট্টহাসিনী,
নমো নমো নমো নমো নারায়ণী।

ভীমদন্তা কালী করালবদনী,
ভীমনিনাদিনী নৃমুণ্ডমালিনী,
চামুণ্ডে মা ! চণ্ড-মুণ্ড বিনাশিনী,
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী !

মহাবিদ্যা তুমি লক্ষ্মী-লজ্জারূপা,
শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা, নিত্যস্বরূপিণী,
মহারাত্রি, মহামায়া বিমোহিনী
নমোস্তুতে নমো নমো নারায়ণী!

সর্ব্বেশ্বরী মাগো সর্ব্বস্বরূপিণী
সর্ব্বশক্তিযুতা সর্ব্ববিধায়িনী,
সর্ব্বভয়ে সদা ত্রাহি মা তারিণী,
নমোস্তুতে নমো দুর্গা নারায়ণী!

ত্রিনেত্রে ভূষিত অতি মনোহর
আনন তোমার, ভুবনমোহিনী!
সর্ব্বভয় যায় সে আনন-ভায়,
রক্ষ মা সবায়, নমি ক্যাত্যায়নী!

খর জ্বালাময় যে কাল ত্রিশূলে
মহাসমরে মা! অসুর নাশিলে—
তাহে সর্ব্বভয়ে রক্ষ মা সবারে,
নমো ভদ্রকালী, চরণে মা নমি!

বিশ্ব আপূরিয়া ভীষণ নিনাদে
নাশিল দানব যে ঘণ্টার ধ্বনি,
সর্ব্বপাপে তা'য় রক্ষ মা সবায়,
সন্তানে যেমন রক্ষেন জননী ।

অসুর-শোণিতে সুরঞ্জিত অসি
করে সমুজ্জ্বল শোভিছে জননী,
অমঙ্গল নাশে হে মঙ্গলময়ী !
হও চণ্ডী তাহে; চরণে প্রণমি ।

(৩)

তুষ্টি মা তোমার
সর্ব্বরোগ-হরা,
রুষ্টি সর্ব্ব আশ
নাশয়ে ভবে,

আশ্রিতে তোমার
দুঃখ না পরশে,
আশ্রয়ে তাহার
আশ্রিত সবে !

যেথায় রাক্ষস
নাগ বিষধর,
যেথা দস্যু, অরি,
ভীষণ ভীতি,—

দাবানল যেথা
জলধি ভীষণে,
রক্ষিণী মা ! সেথা
তোমার স্থিতি !

তুমি বিশ্বেশ্বরী
বিশ্বের পালিনী,
বিশ্বধারিণী মা,
বিশ্বের প্রাণ,

বিশ্বেশ বন্দিতা !
ভকত তোমার
বিশ্বজনে করে
আশ্রয় দান।

দয়ায় যেমন
দানব দলিয়া
রক্ষিলে ত্রাসিত
দেবতা সবে,

পাপ তাপ নাশি'
তেমতি জননী !
শান্তিতে রাখিও
নিখিল ভবে।

বিশ্ব-দুখ-হরা !
প্রণত আমরা,
হও মা প্রসন্ন
চরণাশ্রিতে,

বিশ্ববাসী-জন-
পূজিতা জননী,
হও মা বরদা
ভুবন-হিতে !"

আকাশে, বাতাসে, স্তবের লহরী খেলিতে লাগিল।

দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—

"মাগ দেবগণ,
বিশ্বের মঙ্গলে বাঞ্ছিত যে বর
আমার পাশে।

দেবগণ কহিলেন,—

—"মা!—
চিরদিন হেন রক্ষিও জননী
সন্তানে তোমার
অশুভ নাশে!"

'তথাস্তু' বলিয়া তখন দেবী কহিলেন,—

"—শোন দেবগণ—
শুম্ভ ও নিশুম্ভ
দুই মহাসুর
জনমিবে পুন
জগতে যবে,
যশোদা-নন্দিনী
বিন্ধ্যনিবাসিনী
নন্দা আমি, দোঁহে
নাশিব তবে।

ঘোর রূপে আমি
ভক্ষিব যখন
বিপ্রচিত্তিকুলে
দানব চয়

রক্তে সুরঞ্জিত
হবে দন্ত মোর,
রক্তদন্তা নাম
ভুবন ময়!

জল বৃষ্টি হীন
বসুধায় যবে
কেঁদে ঋষিগণ
কাঁদাবে মোরে,—

জীয়াব ভুবন
শতাক্ষী হইয়া
ঢালি' অশ্রুধারা
অধর ধারে।

সে সলিলে সিক্ত
বসুমতি-বুকে
শাকরূপে আমি
জনম ল'ব,

ক্ষুধাতুর জীবে
ভরণ করিয়া
শাকম্ভরী নামে
বিদিত হ'ব।

সেই রূপে, পুন,
দুর্গাসুর বধে
দুর্গা নামে মোরে
ডাকিবে সবে।

পুন, হিমালয়ে
রাক্ষস নাশনে
ভীমা নাম মোর
ঋষিরা ক'বে।

দুরন্ত দানব
অরুণ যখন
পীড়িবে নিয়ত
এ ধরাধাম,

ভ্রমরের রূপে
নাশিয়া তাহারে,
লইব ভুবনে
ভ্রামরী নাম।

যখনি এমনি
দানব পীড়নে
দেবতা মানব
পীড়িত হ'বে,—

রূপে রূপে আমি
জনমি' তখন
নাশিয়া দানব
রক্ষিব সবে।"

সমস্ত ভুবনে সুধাময় আলোক বিকীরণ করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। বিপদ-মুক্ত দেবগণ হৃষ্টচিত্তে ত্রিজগতে আপন আপন অধিকার গ্রহণ করিলেন।

সরল চণ্ডী।

শেষ।

সুরথ ও সমাধির

দেবীপূজা

ও

বরলাভ।

১১১ পৃষ্ঠা হইতে ১১৩ পৃষ্ঠা।

—একান্ত তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাদিগকে
দেখা দিয়া কহিলেন,—* * *

[শেষ—সুরথ ও সমাধির দেবীপূজা।]

শেষ।

সুরথ ও সমাধির দেবীপূজা

ও

বরলাভ।

মেধস মুনির কাছে দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দু'জনেই ভাবিলেন,—"দেবীর যখন এত দয়া, তখন, আমাদিগকে কি দয়া করিবেন না? দানব-পীড়িত দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী যদি দানব নাশ করিয়া দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তবে, আমরা পূজা করিলে কি দেবী আমাদিগকে দেখা দিবেন না? আমাদের দুঃখ দূর করিবেন না?

এই বলিয়া, মুনির উপদেশ লইয়া দুইজনে নদীর তীরে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া একমনে দেবীসূক্ত জপ করিয়া তিন বৎসর কাল দেবীর পূজা করিলেন। পূজা অন্তে আপন আপন বুক চিরিয়া, সেই রক্তে দেবীর বলি দিলেন।

এই পূজায়, একান্ত তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া কহিলেন,—

"রাজা সুরথ! বৈশ্য সমাধি! তোমাদের পূজায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদিগকে বর দিতে আসিয়াছি; কি বর চাও, বল।"

রাজা কহিলেন,—"মা! এ জন্মে নিষ্কণ্টকে যেন নিজের রাজ্য ভোগ করিতে পারি, আর, পরজন্মে যেন সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব আমি পাই।"

সমাধি কহিলেন,—"মা! রাজ্য ও ধন-সম্পদে আমার কোন বাসনা নাই। আমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞান দাও, যা'তে মায়ামুক্ত হইয়া আত্মাকে চিনিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি।"

দেবী কহিলেন,—"সুরথ! তোমার আশা পূর্ণ হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়া পাইবে; সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ সুখে উহা ভোগ করিতে পারিবে। আর, পরজন্মে তুমি সাবর্ণি মনু হইয়া পৃথিবী শাসন করিবে।

আর সমাধি! বৈশ্যরূপে তুমি মহাপুরুষ। আমার কৃপায় দিব্য জ্ঞানে মায়ামুক্ত হইয়া তুমি আত্মতত্ত্ব দর্শনে মোক্ষলাভ করিবে।"

পরম ভক্তিভরে সিদ্ধকাম রাজা এবং বৈশ্য সমাধি ধরণী লুটাইয়া ভগবতীকে প্রণাম করিলেন। চারিদিকে জয় জয় শব্দ উঠিল।

প্রশান্ত কিরণের অমৃতালোকে বিশ্ব স্নিগ্ধ করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥
প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরুমে দেবী দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে॥

সম্পূর্ণ।

সরল চণ্ডী।

পরিশিষ্ট।

স্তবমালা।

স্তবমালার

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

—o—

স্তবমালা।

(ক)

অর্গলা-স্তোত্র।

জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ১ ॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বধা স্বাহা নমোহস্তুতে ॥ ২ ॥
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাত্রি বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৩ ॥

মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪ ॥
ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫ ॥
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬ ॥

নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৭ ॥
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৮ ॥
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৯ ॥

নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১০ ॥
স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১ ॥
চণ্ডিকে সততং যে ত্বামর্চ্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২ ॥

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩ ॥
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪ ॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিদেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫ ॥

সুরাসুরশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬ ॥
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৭ ॥
দেবি প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডদৈত্যদর্পনিসূদিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৮ ॥

প্রচণ্ডে দৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯ ॥
চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্রসংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০ ॥
কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১ ॥

হিমাচলসুতানাথসংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাবপূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৩ ॥
দেবি ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪ ॥

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫ ॥
তারিণি দুর্গসংসারসাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৬ ॥

(খ)

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক

যোগনিদ্রা দেবীর স্তব।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে! ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ১ ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা ॥ ২ ॥

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥ ৩ ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপাঽন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ ৪ ॥

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৫ ॥
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৬ ॥

ত্বংশ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্তং ক্ষান্তিঃ শান্তিরেব চ ॥ ৭ ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ ৮ ॥

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৯ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥ ১০ ॥

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥১২॥

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা ।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ১৩ ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ১৪ ॥

(গ)

মহিষাসুর বধের পর

দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তব ।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগতাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা ।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ১ ॥

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায় ।
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ২ ॥

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ,
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ ৩॥

কিংবর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥ ৪॥

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৫॥

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৬॥

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ
র্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ ৭॥

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্ ।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ৮ ॥

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা ।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ৯ ॥

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্ ।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১০ ॥

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রূকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥১১ ॥

দেবি ! প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি ।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১২ ॥

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্ম্যাণি দেবি ! সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতীকরোতি ।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি ! তেন ॥ ১৪ ॥

দুর্গে ! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি ।
দারিদ্রদুঃখভয়হারিণি ! কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৫ ॥

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্ ।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৬ ॥

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্ ।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥ ১৭ ॥

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্ ।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ১৮ ॥

দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥ ১৯॥

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি! বরদে! ভুবনত্রয়েঽপি॥ ২০॥

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমুর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২১॥

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে!।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ ২২॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে! রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ ২৩॥

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈরক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ২৪॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈ রস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥ ২৫॥

—•—

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পূর্ব্বে

দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর আরাধনা স্তোত্র ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ১ ॥

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥২ ॥

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ ।
নৈঋ‌র্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ ॥ ৩ ॥

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৪ ॥

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমোঃ ॥ ৫ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমোনমঃ ॥ ৬ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমোনমঃ ॥ ৭ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমোনমঃ ॥ ৮ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমস্তস্যৈ । নমোনমঃ ॥ ৯ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১০॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১১॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১২॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১৩॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১৪॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১৫॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১৬॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১৭॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমো নমঃ॥ ১৮॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ১৯॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ২০॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ২১॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ॥ ২২॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ ॥ ২৩ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ ॥ ২৪ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ ॥ ২৫ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ ॥ ২৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ ॥ ২৭ ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমোনমঃ ॥ ৮২ ॥

(ঘ)

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর

দেবগণ কর্তৃক দেবী-স্তোত্র।

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য ॥ ১ ॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে! ॥ ২ ॥

ত্বাং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি! সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৩ ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে ! ।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি ! ।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ! ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ৮ ॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ! ।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে !
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ! ।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি ! ।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১২ ॥

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে ! ।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীতপরমায়ুধে ! ।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি ! নমোঽস্তুতে ॥ ১৪ ॥

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে ! দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে ।
বরাহরূপিণি ! শিবে ! নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে ! ।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে ! নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে ! ।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি ! নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৭ ॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ! ।
ঘোর রূপে মহারাবে নারায়ণি ! নমোঽস্তুতে ॥ ১৮ ॥

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ! ।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৯ ॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ! ।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি ! নমোঽস্তুতে ॥ ২০ ॥

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ! ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ২১ ॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে ! ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্ ।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥ ২৩ ॥

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে র্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥ ২৪ ॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥ ২৫ ॥
অসুরাসৃগ্বসা-পঙ্ক-চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ! ত্বাং নতা বয়ম্ ॥ ২৬ ॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৭ ॥

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি! মহাসুরাণাম্।
রূপৈ রনেকৈ র্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে! তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥ ২৮ ॥

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ২৯ ॥

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা-
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলোযত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩১ ॥

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ সমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩২ ॥

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি!।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৩ ॥

— ——